ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-70 ■ 16 December, 2024 ■ আগরতলা ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুরে স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যে যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়াক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। দেশের অন্যান্য উন্নত রাজ্যের মত ত্রিপুরাতেও উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। সরকারের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা। আজ উদয়পুরের রমেশ ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৭টি প্রকল্পের শিলান্যাস ও ভার্চুয়ালি গামারিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরামর্শেই রাজ্যে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বাজেটের প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে এখন ৯টি বিষয়ে সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ডেন্টাল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যে এখন কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। আগামীদিনে জিবি হাসপাতালে লিভার প্রতিস্থাপনেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ উদয়পুরে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে উদয়পুর পুর পরিষদের ভবন, বিপণীবিতান ও অডিটোরিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন, ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রমেশ স্কুলের বিচিত্রা হল ও নয়াভবন, ৫ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা ব্যয়ে রমেশ স্কুল মাঠে সিন্থেটিক টার্ফ বসানো, ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড, ১৬ কোটি ২৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট যুব আবাস এবং ২৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জেলাশাসক অফিসের ভবন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানবিক দৃষ্টান্ত মুখ্যমন্ত্রীর !

কনভয় থামিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ডিসেম্বর।। আজ বিশালগড় রাস্তারমাথা এলাকায় একটি স্কুটি ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে। দুর্ঘটনায় আহত হন স্কুটি চালককে উদ্ধারে এগিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। আটক করা হয় গাড়ি চালককে। প্রসঙ্গত, বিশালগড় রাস্তারমাথা এলাকায় একটি স্কুটি ও সুইফ ডিজায়ার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে। এমন সময়ই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা এই পথে উদয়পুর থেকে আগরতলা ফিরছিলেন। ওই দুর্ঘটনায় আহত স্কুটি চালককে দেখে গাড়ি থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণধর্ষণে অভিযুক্ত ৫ যুবককে জালে তুললো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ ডিসেম্বর।। শান্তির বাজার থানার অন্তর্গত এলাকার এক নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগে শনিবার রাতে ৫ যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সেরে ৫ জন অভিযুক্তকে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শনিবার মনপাথর ফাঁড়ী থানায় শান্তির বাজার থানার অধীনে থাকা এক নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে ৫ যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষনের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পাচজনের মধ্যে এক যুবক নাবালিকাকে বাড়ী থেকে অপহরন করে পাইখোলার মহোনদাইরা এলাকায় একটি রাবার বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে ৫ যুবক মিলে সারা রাতব্যাপী নাবালিকাকে গনধর্ষন করে বলে অভিযোগ করেছে মেয়েটির পরিবার।

ঘটনার পরেরদিন সকালবেলায় নাবালিকা বাড়ীতে ফিরে এসে পরিবারকে সব ঘটনা জানায়। তখন নাবালিকার পরিবারের লোকজন এই গনধর্ষনের সাথে জড়িত ৫ জন যুবকের বিরুদ্ধে মনপাথর ফাঁড়ী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নামে মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস ও শান্তির বাজার থানার ওসি আশুতোষ শর্মা। অভিযোগ দায়ের করার কিছু সময়ের মধ্যে ঘটনার সাথে জরিত ৫ যুবককে আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

রবিবার সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সেরে ৫ অভিযুক্তকে বিলোনিয়া জেলা ও দায়রা আদালতে প্রেরন করা হয়েছে। মামলায় অভিযুক্তরা হলো শক্তিরায় রিয়াং (১৮), নিবাস ত্রিপুরা (১৯), সুভাষ রিয়াং (১৯), লক্ষীধন ত্রিপুরা (১৮), জীবন ত্রিপুরা (২১)। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

বাইক ও মালবাহী লরির সংঘর্ষে নিহত এক আহত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৫ ডিসেম্বর ।। আজ শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসীরমুখ এলাকায় জাতীয়সড়কে একটি বাইক ও মালবাহী ট্রাকের সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইক আরোহীরা ছিটকে পড়েন এবং ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় একজন। দুর্ঘটনায় আহতদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। ঘটনার বিবরনে জানা গেছে, রবিবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত কলসীরমুখ এলাকায় সাব্রুম আগরতলা জাতীয়সড়কে টিআর০৮এফ৭৯৬৮ নাম্বারের বাইক ও টিআর০১সি১৬১৯ নাম্বারের মালবাহী ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাইকে থাকা তিনজন জাতীয় সড়কে ছিটকে গিয়ে পড়ায় ঘটনাস্থলে একজন প্রান হারায় ও দুইজন গুরতর আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকলবাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের রাজভবন অভিযান ১৮ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বব ।। আগামী ১৮ ডিসেম্বর রাজভবন অভিযান করবে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আগামী ১৮ ডিসেম্বর দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যেও রাজভবন অভিযান ও প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে প্রদেশ কংগ্রেস।

এদিন প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, দেশবাসীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্পোরেট গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার। সরকার শুধুমাত্র

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি বাইকে পুলিশের লাঠি আহত আরোহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৫ ডিসেম্বর।। চড়িলামের পরিমল চৌমুহনী এলাকায় চালকের মাথায় হেলমেট না থাকায় চলন্ত বাইকে পুলিশের লাঠিচার্জ করেছে। এতে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে দ্রুতগামী বাইকের ধাক্কা লাগে বাইসাইকেলে। আহত হয়েছেন বাইক চালক সহ বাইসাইকেল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ ডিসেম্বর ।। সিপিআইএমকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। চতুর্থ খোয়াই জেলা সম্মেলনে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ।রবিবার সিপিআইএমের চতুর্থ খোয়াই জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন সিপিআইএমকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তিনি বলেন পার্টির মূল কথা হলো, নিজের পায়ে দাঁড়াও। নিজের কোমরের শক্তিতে দাঁড়াতে হবে। লড়াই সংঘটিত করে যেতে হবে। সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করতে হবে। মানুষ যদি আস্থা করতে পারে, তবেই সাধারণ মানুষ জননেতাদের ডাকে সাড়া দেবে। তিনি আরো বলেন, সিপিআইএমকে নিজের পায়ে দাড়াতে হবে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য পুঁজিপতি বিরোধী শক্তি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি, দেশাত্মবোধ শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দিলেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। রবিবার সকালবেলায় মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পুজো দিলেন দেশের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। মাতাবাড়িতে তাঁকে স্বাগত জানান স্থানীয় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায়। মাতাবাড়িতে শিল্পীকে দেখতে আসেন অনেকেই।

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে রাজ্যবাসীদের বিনোদনের উদ্দেশ্যে শনিবার ত্রিপুরা সফরে আসেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী। রবিবার গায়িকা উদয়পুরে মাতাবাড়িতে পরিদর্শনে যান। মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সহ ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর শ্রেয়াকে স্বাগত জানাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন শিল্পীর আগমনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কঠোর। শিল্পীর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রেয়ার গানের জলসা থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। গতকাল রাতে অভয়নগর ব্রীজের উপর দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন গাড়ি চালক। তাঁকে দ্রুত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা কন্টোল রুমে খবর দিলে সেখান থেকে দূর্ঘটনাগ্রস্থ দের সহায়তা করতে ছুটে আসেন কর্মীরা। এদিকে পুলিশকেও এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিদর্শন করে যায়।

কন্টোল রুম থেকে আসা জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, শ্রেয়া ঘোষালের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি আহত কাউকে পান নি। এর আগেই আহতদের জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রতক্ষ্যদর্শীদের থেকে একজন চালক আহত হওয়ার ব্যাপারে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, একটি গাড়ি ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনসুকিয়ায় সংঘটিত অগ্নিকান্ডে জীবন্ত অগ্নিদদ্ধের সংখ্যা বেড়ে সাত

তিনসুকিয়া (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। তিনসুকিয়া আইন মহাবিদ্যালয়ের পার্শবর্তী চন্দ্রামতী আবাসনে ভয়ংকর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জীবন্ত অগ্নিদগ্ধের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে সাত। অগ্নিদগ্ধদের রেখা দেবী, মঞ্জু দেবী, কার্তিক প্রসাদ, রিনা প্রসাদ, ঋষি প্রসাদ, শুভ শাহ এবং পুনম দেবী বলে শনাক্ত করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ সকলকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় তিনসুকিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু তাদের অবস্থা গুরুতর বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ডিব্রুগড়ে অবস্থিত আসাম মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শচীন সাহার বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে জানা গেছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে এখনই বলতে পারছে না পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপণ কর্তৃপক্ষ। চলছে তদন্ত।

ইতিমধ্যে তিনসুকিয়ার অতিরিক্ত জেলাশাসক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাকে সন্দেহজনক বলে মনে করেছেন। ঘটনার প্রশাসিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বহি:রাজ্যের শ্রমিকের মৃত্যু, দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বহি:রাজ্যের এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম পঞ্চা সর্দার (২১)। শান্তির বাজার এলাকায় হেলপারের কাজ করত সে। তার বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে।

জানা গেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬ জন শ্রমিক ত্রিপুরা শান্তির বাজার এলাকায় হেলপার এর কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে পঞ্চা সর্দারের তিন চার দিন আগে হঠাৎ করেই শরীর খারাপ হয়। প্রচন্ড জ্বর ছিল তার। তাকে শান্তির বাজার হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে তার। ৬ জন শ্রমিকের মধ্যে আরো একজন শ্রমিক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। তার অবস্থা স্থিতিশীল।

জাগরণ আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর,২০২৪ ইং
৩০ অগ্রহায়ণ, সোমবার ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

পরিবেশের উপর মারাত্মক প্রভাব আমাদের জনজীবনের জন্য এক বড় বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। পরিবেশ দূষণ, জলবায়ুর পরিবর্তন, বনভূমি উজাড়, বায়ুদূষণ, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অযৌক্তিক ব্যবহার এসব সমস্যাকে তীব্র করিতেছে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পড়িতেছে, যেমন:

স্বাস্থ্যঝুঁকি: বায়ু ও পানির দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। শ্বাসকষ্ট, ক্যানসার, চর্মরোগসহ নানা রোগের হার বৃদ্ধি পাইতেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা এবং তীব্র তাপপ্রবাহের ঘটনা বাড়িতেছে ।বনভূমি ধ্বংস, দূষণ এবং আবাসস্থল ধ্বংসের ফলে প্রাণীর প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে পড়িতেছে ।অনিয়মিত বৃষ্টি, খরা এবং অন্যান্য জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে , যাহা খাদ্য সংকট সৃষ্টি করিতেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার স্থানীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলিতেছে।

পরিবেশ রক্ষা করার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই পৃথিবী নিশ্চিত করিতে পারি।

পরিবেশের উপর প্রতিনিয়ত চরম আঘাত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে। বিলম্বে হইলেও বিশ্বের প্রতিটি দেশ এ বিষয়ে সহমত পোষণ করিয়াছে। সে কারণেই ঐক্যমতের ভিত্তিতে এ বিষয়ে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত হইয়াছে জীবাষ্ম জ্বালানির ব্যবহার হইবে গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ।জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দুবাইয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ‘কপ-২৮ সম্মেলনে’ নজিরবিহীন সাফল্য। প্রায় ২০০টি দেশের সহমতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হইয়াছে চুক্তি। ২০৫০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ শূন্যে নামাইয়া ফেলা হইবে। এই চুক্তি ঘোষণা করিবার সময় করতালিতে ফাটিয়া পড়িল সম্মেলনকক্ষ। দু’সপ্তাহের আলাপ-আলোচনা ও দর কষাকষির পর চুক্তির এই বয়ানকে স্বাভাবিকভাবেই কূটনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখিতেছে নয়াদিল্লি। ঐতিহাসিক এই নথিতে মোট আট-দফা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, কয়লা সহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধে দেশগুলি নিজস্ব রণকৌশল অনুযায়ী সক্রিয় হইবে। স্বাক্ষরিত প্রথম গ্লোবাল স্টকটেক চুক্তিকে ‘সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ঐকমত্য’ বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। দুবাইয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভারতের পরিবেশমন্ত্রী । পরিবেশ রক্ষায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিশ্বকে ইতিবাচক বার্তা দিয়াছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন মোকাবিলায় প্যারিস সম্মেলন থেকে যে অঙ্গীকার (উষ্ণতা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে বেঁধে রাখা) নেওয়া হইয়াছিল, তাহা মাথায় রাখিয়াই এগুতে হইবে। গ্লোবাল স্টকটেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্যারিস চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করিতে হইবে। পরিবেশের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের পথে পা বাড়াইতে হইবে আমাদের। পরিবেশের সঙ্গে সঠিক আচরণ করিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব বলিয়াই মনে করিতেছে বিশ্বের দেশগুলো। সেই রহমতের ভিত্তিতেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এখন দেখার বিষয় এই সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে কার্য্যকর করা সম্ভব হয় কিনা।

দুই দফায় এগিয়ে গিয়েও লিভারপুলকে হারাতে পারল না ফুলহ্যাম

লিভারপুল, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): অ্যানফিল্ডে শনিবার রাতে ফুলহ্যামের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে দুই দফায় পিছিয়ে পড়ে ২-২ গোলে ড্র করেছে আর্না স্লটের দল লিভারপুল।

একাদশ মিনিটে আন্দ্রেয়াস পেরেইরার গোলে লিড পায় ফুলহ্যাম। গোল খাওয়ার পাঁচ মিনিট পর লিভারপুলের অ্যান্ড্রু রবার্টসন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে ১০ জনের দল হয়ে যায় লিভারপুল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে হাকপোর গোলে সমতায় ফেরে লিভারপুল। মোহামেদ সালাহর থেকে বলতে পেয়ে ডাইভিং হেডে গোল করেন এই ডাচ ফরোয়ার্ড।৭৬ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় ফুলহ্যাম। বদলি নামা রদ্রিগো মুনিস গোল করেন।৭৯ মিনিটে লিভারপুল কোচ ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডারকে তুলে ফরোয়ার্ড জটাকে নামান। ৮৬ মিনিটে সেই জটার গোলেই লিভারপুল ম্যাচের সমতা আনে। দারউইন নুনেসের পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে প্রতিপক্ষের একজনকে কাটিয়ে ডান পায়ের শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন তিনি। ম্যাচ ২-২-এ শেষ হয়। ম্যাচে ১১ জয় ও ৩ ড্রয়ে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে চেলসি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: টানা দুই ম্যাচে হোঁচট খেল মিকেল আর্তেতার দল আর্সেনাল

এমিরেটস, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): এমিরেটস স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হয়েছে ।এভারটনের বিপক্ষে পয়েন্ট হারিয়ে আরও পিছিয়ে পড়ল আর্সেনাল ।লিগে টানা তিন ম্যাচ জয়ের পর গত সপ্তাহে ফুলহ্যামের সঙ্গে ড্র করেছিল আর্সেনাল। এবার এভারটনের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করল তারা

রেলিগেশন কাছাকাছি থাকা এভারটনের বিপক্ষে আর্সেনালেরই ম্যাচে আধিপত্য ছিল। সব মিলিয়ে ১৩টি শট নিলেও ৫টি লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে গানাররা। অন্যদিকে এভারটন মাত্র ২টি শট নিয়ে একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেনি।

১৬ ম্যাচে আট জয় ও ছয় ড্রয়ে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আর্সেনাল।১৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চদশ স্থানে এভারটন। এক ম্যাচ কম খেলে ৬ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল।

ব্রিসবেনে ট্র্যাভিস হেড সেঞ্চুরি করে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যাক-টু-ব্যাক সেঞ্চুরির রেকর্ড করেছেন

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): মিডল-অর্ডার ব্যাটার ট্র্যাভিস হেড রবিবার ব্রিসবেন টেস্টের ২য় দিনে বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে তার দুর্দান্ত ফর্ম অব্যাহত রেখেছেন। ব্রিসবেনের গাব্বাতে ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় ক্রিকেট টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ট্র্যাভিস হেড সেঞ্চুরি করছেন। গত সপ্তাহে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে তাঁর ম্যাচজয়ী ১৪০ রানের ইনিংসের পর এটি দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। ভারতের বিরুদ্ধে পরপর দুটি সেঞ্চুরি করে তিনি রেকর্ড করলেন।

২০২১ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫২ রান করার পরে এটি গাব্বাতে তার দ্বিতীয় সেঞ্চুরি।

১৬ ডিসেম্বর : রক্ত দিয়ে কেনা বিজয় দিবস

প্রবীর মজুমদার

১৯৭১। এক বিস্ময়ের নাম। বিশ্ব রাজনীতির এক অবর্ণনীয় ইতিহাস। এর প্রতিটি ক্ষণ যেন ধ্বংস আর সৃষ্টি ইতিহাসের একেকটি পাণ্ডুলিপি। ১৯৭১ সালে আগুনের লেলিহান শিখায় যখন গোটা পূর্বপাকিস্তান পুড়ে পুড়ে ছাই হচ্ছে, ঠিক তখনই নতুনের কেতন উড়িয়ে বাংলাদেশ নামের একটি ভূখণ্ড জন্ম নিচ্ছে। ”৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রতিমুহূর্ত “বাংলাদেশ” সৃষ্টির কথা বলে।

১৬ ডিসেম্বর, মহান বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর, ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত এবং দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের বুকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিজয় অর্জন করে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলাদেশে চালানো পাকিস্তানি বাহিনীর পাশবিকতাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গণহত্যার ঘটনা। ১৯৭১ সালে লন্ডন টাইমসে প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়, রক্তই যদি হয় স্বাধীনতার দাম, তাহলে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ দামেই তা কিনেছে।

ষোলো ডিসেম্বরের আগে-পরে প্রতি বারই নানা রকম বিজয়োৎসবের ছবি এবং খবর দেখা যায় টিভিতে। মোবাইল এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও ইদানীং বিপুলভাবে উল্লিখিত হয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের ইতিকথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সৈন্যের আত্মসমর্পণের ঘটনা ঘটেছিল একাত্তর সালের ওই তারিখে, যখন তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর সামনে অস্ত্র নামিয়ে রাখেন। এই দিনটিকে ভারতের শৌর্যের ইতিহাসে একটি স্বর্ণাভ দিন। কিন্তু কথা হল ওই বিজয়ের ভিতরে কত গ্যালন রক্ত আর বেদনা মিশে ছিল? আজও যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাতে কতখানি উল্লাস সম্ভব ওই জয় নিয়ে?

প্রশ্ন ওঠে, ভারত কেন আত্মসমর্পণকারী তিরানব্বই হাজার সৈনাকে সসম্মানে মুক্তি দিল? ওই সৈন্যদের একটা বড় অংশ যে চূড়ান্ত নৃশংসতা চালিয়েছে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে তার জন্য কোনও শাস্তিই তো যথেষ্ট নয়। এক জন সৈন্য সীমান্তে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী দেশের সৈন্যকে আঘাত করছে সেটা এক কথা। কিন্তু যুদ্ধের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকা অসংখ্য নিরীহ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা, অগুনতি নারীকে ধর্ষণের পর মেরে ফেলার

নারকীয়তায় যুক্ত বিপুল সংখ্যক লোক যদি “ট্র্যাজিক হিরো”র মর্যাদা নিয়ে নিজেদের উৎসভূমিতে ফেরে তবে সেই ভূখণ্ডের অবস্থা যে কী ভয়াবহ হয়, বিগত পঞ্চাশ বছরের পাকিস্তান তার এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

পাকিস্তানে ক্ষমতা সেনাবাহিনী “আর আইএসআই”এর হাতে কুক্ষিগত হওয়ার ফলে, পাকিস্তানের সঙ্গে যে-কোনও দেশের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর কারণ পাকিস্তান যদি কোনও দেশে পাঁচ জন তবলচিও পাঠায় তবে সেই তবলচিদের নির্বাচন করবে সেনা এবং আইএসআই। অন্য দেশের সৈন্যবাহিনী যেখানে সন্ত্রাস দমনের কাজ করে সেখানে, পাকিস্তান নিজের দেশে সন্ত্রাস দমন এবং অন্যত্র সন্ত্রাস রফতানির দ্বৈত ভূমিকায় দুর্দান্ত অভিনয় করে যাচ্ছে বিগত চল্লিশ বছর। এর সঙ্গে আছে আজও বাংলাদেশকে পদ্মা-মেঘনা বিধৌতম “সোনার বাংলা” হিসেবে চিনতে অনিচ্ছুক থেকে “পূর্ব পাকিস্তান”-এর ঘোরকে জিইয়ে রাখা। আত্মবিস্তৃত অনেকে হয়তো ভুলে গেছেন যে পাকিস্তানের হাতে কোন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ সবচেয়ে বেশি মারা গেছেন, কিন্তু পাকিস্তানের “মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট” ভোলেনি যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিরিশ লাখ বাঙালির প্রাণ তারা কেড়ে নিয়েছে।

আর একটি কথাও আছে। “লাশের পাহাড়ের উপর পাকিস্তান বানাব” হুঙ্কার দেওয়া অনেকেরই ছেলে-মেয়ে থেকে গিয়েছিল খণ্ডিত ভারতে; স্বয়ং জিন্নার মেয়েই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। একটি বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়ে জিন্না সাহেবের নাতিপুতিরা দিব্যি আছেন এই ভারতেই, তবে খামোকা কেন এবং কাদের জন্য একটি নতুন দেশ দরকার হল? ভারত অখণ্ড থাকলে প্রধানমন্ত্রী তো নেহরু কিংবা পটেলই হতেন, পরবর্তী কালে ভোটে জিতে জিন্না নিজেও হতে পারতেন। কিন্তু সাভারকর কখনওই নন। তা হলে ভারত ভেঙে ভাগ করার জন্য এত “ডাইরেক্ট” এবং “ইনডাইরেক্ট” অ্যাকশন কেন? স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পূর্ববর্তী দশক জুড়ে দেওবন্দ তথা সেই সময়ের বেশ কিছু সংবাদপত্র এবং জিন্নার নিজস্ব হোম স্টাডি সার্কল-এর প্রচারের প্রভাব ছিল। রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করেনি, পাকিস্তানের উৎপত্তির পিছনে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তথা স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্নের সবটাই শরিয়ত-নিয়ন্ত্রিত কোনও রাষ্ট্রের স্বপ্ন নয়, গণতান্ত্রিক কল্যাণকামী একটি রাষ্ট্রের কল্পনাও মিশে ছিল তাতে। কিন্তু খুব দ্রুত পাকিস্তান নিজের দ্বৈত সত্তার গণতান্ত্রিক দিকটি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে একটি নৃশংস সন্ত্রাসী ব্যবস্থার ধারক হয়ে উঠল, যাকে “অসফল রাষ্ট্র” বলা যেতে পারে।

কাশ্মীরের ইতিহাস ১৯৪৭ সালে শুরু হয়নি। কলহান, পাণিনি কাশ্মীরে বসেই লিখেছিলেন; কাশ্মীরেরই মানুষ ছিলেন। কাশ্মীরের কথা শেখ আবদুল্লা এবং হরি সিংহ দিয়ে আরম্ভ করার কথা নয়। কিন্তু আইএসআই নিয়ন্ত্রিত পাক-শাসক যে আজ বহু বছর ঠিক সেটাই করে আসছেন। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে বড়দিনের সময় শ্রীনগরের হযরত বাল মসজিদ থেকে পুণ্য স্মারক চুরির খবর ভাসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তার মধ্যেই এই “গুজব” নিয়ে অপপ্রচার।

করে পাক মিডিয়া। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একশ্রেণির খবরের কাগজও সেই অপপ্রচার ছাপতে থাকে। রাজাকার ও খান সেনাদের যৌথ সক্রিয়তায় প্রায় গোটা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে নির্বিচারে সংখ্যালঘু হত্যা এবং ধর্ষণ আরম্ভ হয়। ফলত ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে ক্ষুধার্ত, রক্তাক্ত মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে, বাংলারই পূর্বাঞ্চল থেকে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে এসে দাঁড়ান, অথচ তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের প্রতি চরম ঔদাসীন্য দেখায়। বিভিন্ন স্টেশন থেকে তাঁদের দণ্ডকারণ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরের কাহিনি অনেকেরই জানা। সে দিন কাশ্মীরকে ব্যবহার করে পূর্ব পাকিস্তানে পৈশাচিকতাকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন পাক কর্তৃপক্ষ। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যায় নিহত মানুষের সংখ্যা তিরিশ লাখ বলে বলা হয়। ধর্ষিতা নারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। যে-হেতু চিন, সৌদি আরব এবং সর্বোপরি আমেরিকা পাকিস্তানের এই নির্বিচার বাঙালি খুনকে সমর্থন করে, পাশ্চাত্যের গণহত্যা বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে একাত্তরের গণহত্যার বিষয়টা অনেকটাই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই চুকনগরে পাকিস্তানি সৈন্যদের কনভয় নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এক দিনে প্রায় দশ হাজার মানুষকে হত্যা করলেও জেনোসাইডের ইতিহাসে তা তেমনভাবে আলোচিতই নয়। ইতিহাসে এখন পর্যন্ত মুসলমান কর্তৃক এত মুসলমান নিধনের ঘটনা নেই... যেমনটা হয়েছিল ১৯৭১-এ।

যত রক্ত প্রবাহিত হলো বাংলার সবুজে সবুজে, যেন তত জল প্রবাহিত হয়নি গঙ্গা-যমুনায়। রক্তে রক্তে সেখানকার সবুজেরা রক্তিম সূর্যকেও হার মানিয়েছিল সে বেলায়। রক্ত দিয়েই সীমানা গড়েছিলেন বীর বাঙালি। তাই তো লাল-সবুজের পতাকা “রক্তস্নাত বাংলাদেশ”র প্রতিচ্ছবি মেলে ধরে। ১৯৭১ সালের এই মাসে সুদীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণ, বঞ্চনা আর অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে ৯ মাস যুদ্ধ করে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় দামাল বাঙালি। মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালালেও ডিসেম্বরে এসে পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শেষ করে বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করতে তৎপর হয়। তালিকা করে তারা একে একে হত্যা করে দেশের খ্যাতিমান শিক্ষক, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের। শেষ পর্যন্ত ডিসেম্বর মাসেই পর্যুদস্ত হয় হানাদারবাহিনী। রচিত হয় নতুন ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলার আকাশে উদিত হয় নতুন সূর্য। তাই ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসের পাশাপাশি বেদনা দিবসও। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

একটি হোমাগ্নিশিখার কথা

১৯০৫ সাল, দেশ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উত্তাল, স্থান মেদিনীপুর বছর শেষ হয়ে আসছে; হাড় হিম করা শীত পড়েছে। হ্যাঁ, নভেম্বর ডিসেম্বর মানে বাংলার অঘ্রাণ পৌষ মাসে তখন বঙ্গে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়ত। তায় জাগায়টা মেদিনীপুর। সেখানের মাঘ মাস আগমনের পূর্বেই শীতের প্রকোপে বাঘ নিজে থেকেই পালাত। তাছাড়া সন্ধ্যা হলেই সে সময় রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে যেত, তার উপর শীত কাল সুতরাং রাস্তায় একটা অলৌকিক নিস্তব্ধতা, নির্জনতা বিরাজ করত। এমনি এক সন্ধ্যায় নিঝুম মেদিনীপুরের রাস্তা দিয়ে বাইকে করে যাচ্ছিলেন হেমচন্দ্র (দাস) কানুনগো। এমন সময় তিনি বাইকের আলোয় দেখলেন রাস্তা থেকে কিছু দূরে কয়েকজন ছেলে গুটিসুটি মেরে জটলা করে বসে আছে। এমন শীতের রাত্রে এই এমন করে কারা রাস্তার ধারে বসে থাকতে পারে? হয় আর্ত না হয় চোর ডাকাত আর না তো.. আচ্ছা যা উনি ভাবছেন তাই নয়তো। আরেকটু এগিয়ে গেলেন এমন সময় সেই জটলার মধ্যে থেকে একটি রোগা পাতলা ছোট ছেলে দৌড়ে এসে হেম বাবুর বাইক থামিয়ে অত্যন্ত সহজ সরল গলায় বললে, ‘আমাকে একটি রিভলবার দিন।’

তখন হেম বাবুর নিকট রিভলবার থাকত। তিনি অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। হেম বাবু অবাক হয়ে ভাবলেন, এমন কথা এই বাচ্চা ছেলেটি কি করে জানল ? এই বাচ্চাটি যখন জানে তাহলে ব্যাপারটা অনেকের কাছেই কানাঘুষো হয়েছে। মনে মনে বিরক্ত হয়ে হেম বাবু জিজ্ঞাসা করলেন। ‘তোমার নাম কি?’ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর এল, ‘আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু।’ হেম বাবু আপাদমস্তক ভালো করে ছেলেটিকে দেখলেন। দেখতে ছোটখাটো পাতলা হলেও শক্ত ও দৃঢ় ছেলেটির মধ্যে যেন একটা তুষ চাপা আগুন আছে। জিজ্ঞাসা করলেন,’ তোমাকে দেখে তো বেশি বয়স মনে হয় না। তোমার সঠিক বয়স কত?’

উত্তর এল, ‘আজ্ঞে, সেভাবে হিসাব করলে চৌদ্দ বছর।’ বিরক্ত স্ট্রে হেমচন্দ্র বললেন, ‘তোমাকে কে বলেছে আমি রিভলবার রাখি ? আর তুমি যথেষ্ট ছোট। এসব না করে পড়াশুনায় মন দাও। আমার কাছে ওসব নেই। পথ ছাড়ো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।’ তাতে কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে, অদ্ভুত জেদী কণ্ঠে ক্ষুদিরাম বললে, আমার একটা রিভলবার লাগবে এবং সেটা আজ, এখনই। আমার কাছে পাক্কা খবর আছে যে আপনি অস্ত্র দেন এবং অস্ত্র চালনাও শেখান। না দিলে, আমি পথ ছাড়ব না। ’ এমন ভাবে ক্ষুদিরামকে জেদ ধরতে দেখে হেমচন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করলেন। ‘কি করবে তুমি রিভলবার নিয়ে ?’ উত্তরে হিংস্র কণ্ঠে ক্ষুদিরাম উত্তর দিল, ’একটা সাহেব মারব। হেমচন্দ্র একটি চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মধ্যে এমন হিংস্রতা, এমন আক্রোশ এমন প্রতিহিংসার লক্ষণ দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, ‘কেন? হঠাৎ সাহেব মারবে কেন?’ তাতে ক্ষুদিরাম সাপের মতো হিসহিসে গলায় বললে, দেশটা তো আমাদের দেশটার নাম তো ভারতবর্ষ। দেশ মানে তো মা। সেই মাকে ব্রিটিশরা পদলেহিত করছে। ভারতেই থেকে ভারতের মানুষকে তারই মাটি হতে বেদখল করছে। দেশের মানুষ পদে পদে ব্রিটিশ দ্বারা অত্যাচারিত। এখন বঙ্গভঙ্গ করে দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে চাইছে। এসবের প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে।’ হেমচন্দ্রের মন যে কেমন করে উঠল, তা কেবল তাঁর মনই জানে। এত কচি একটা ছেলে অথচ তার মধ্যে এমন স্ফুলিঙ্গ

রয়েছে এমন ভাবতেও তিনি কেঁপে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন এ ছেলেকে যদি আমি ছাত্র হিসাবে পাই তবে দেশোদ্ধারের অন্যতম যোদ্ধা বানাব। এমন মহারথী নির্মাণ করব যে, তাকে যুগ হতে যুগান্তরে মানুষ হৃদয়ের আসনে মহারাজ করে রাখবে। এমন যোদ্ধা নির্মাণ করব যে, সে কিংবদন্তিতে পরিণত হবে। মানুষের গৃহে সে পূজা পাবে যোদ্ধা রূপে। কিন্তু তখনকার মতো মনের উদ্দীপনা চেপে রেখে, রাগ ও বিরক্তির ভান করে হেম বাবু বললেন, ‘চুপ করো বাচাল ছেলে। পড়াশুনা করো। তোমার বয়স কম। এসবে এখনি মাথা দিচ্ছ তা বাড়িতে জানে? আমার পথ ছাড়ো। তোমাকে এসব খবর যে বা যারা দিয়েছে সব মিথ্যা,’ হেমচন্দ্র চলে এলেন সেই হিম শীতল নিঝুম পথ ছেড়ে। মন না চাইলেও একবার তিনি ক্ষুদিরামের মুখের পানে চাইলেন। দেখলেন মনঃক্ষুন্ন হয় নি সে, তবে হেম বাবুর এমন ব্যবহারে অবাক তো হয়েছে বটেই। এরপর একদিন হেমচন্দ্র (দাস) কানুনগো সত্যেন্দ্রনাথের নিকট ক্ষুদিরাম সম্পর্কে সকল কথা জানতে পারলেন। সত্যেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সেই অগ্নিযুগে মেদিনীপুর শহরে যেসব ছাত্র ও যুবা বৈপ্লবিক দলে যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরাম অন্যতম ছিলেন। ১৯০৮ সালের এপ্রিলে ক্ষুদিরাম হেমচন্দ্র (দাস) কানুনগোর কলকাতার বাসগৃহ হতে চিরবিদায় নিয়ে মজঃফরপুর যাত্রা করেন। সেই যাত্রা সমাপ্ত হয় গন্ডক নদীর তীরে। মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুদিরাম এবং সত্যেন্দ্রনাথ উভয়ই হয়ে উঠেছিলেন হেমচন্দ্র কানুনগোর প্রিয় সাথী এবং শিষ্য। উভয়কেই হেমচন্দ্র বীরের সাজে সজ্জিত করে অকম্পিত হৃদয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। হায় বিধাতা, সে বিদায় ক্ষণের ছবি কেবল মহাকালই অঙ্কন করে কালের পটে ধরে রেখেছেন। ক্ষুদিরাম বসুর অন্যতম বিপ্লবী সহকর্মী ছিলেন উকিল শ্রীশচন্দ্র পট্টনায়ক। পট্টনায়ক মহাশয় কর্তৃক শ্রদ্ধেয় শ্রীঈশানচন্দ্র মহাপাত্রকে লেখা একটি পত্র থেকে জানা যায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রথম থেকেই শ্রীশচন্দ্র পট্টনায়ক সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মেদিনীপুর অঞ্চলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতা ছিলেন শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। শ্রীশচন্দ্র পট্টনায়ক, ক্ষুদিরাম, যোগজীবন ঘোষ এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দ তাঁর নিকট হতে উপদেশ এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী গ্রহণ করতেন। তিনি প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুসারে পৃথকভাবে এবং একত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, চরিত্রগঠন এবং লক্ষ্য কি হবে বুঝিয়ে দিতেন। শ্রীশচন্দ্র পট্টনায়ক, ক্ষুদিরাম এবং যোগজীবন একসঙ্গে বহুদিন ব্যায়ামচর্চা করতেন। লাঠি-তলোয়ার চালনা এবং কুস্তিতে অনেক অনেক নতুন বিষয় ক্ষুদিরাম ও যোগজীবনের নিকট হতে কর্মীরা শিক্ষা পেতেন। মাঝেমধ্যে বন্দুক ও রিভলবার ইত্যাদির ব্যবহার গোপনে শহরের পশ্চিমে একটি গুপ্ত অঞ্চলে শিক্ষা করা হত এবং ক্ষুদিরাম প্রায়ই সই সঙ্গে থাকতেন। সে সময় হেমচন্দ্র মেদিনীপুর অঞ্চলের বিপ্লবীদের একজন প্রধান ছিলেন। স্বয়ং সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিকট হতে পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করতেন। শ্রীব্রজবিহারী বর্মন লিখিত ফাঁসীরওসত্যেন গ্রন্থে জানা যায় যে, বিশেষ বিশেষ বিপ্লবের কর্মীরা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে হেমবাবুর গৃহে গিয়ে রিভলবার চালনা অভ্যাস করতেন। মাঝে মাঝে হেমবাবুও সকলকে নিয়ে শিকারে যেতেন। মেদিনীপুর শহরের পুরাতন মহারাষ্ট্র কেল্লাটি বেশ কিছুদিন ব্রিটিশ সরকার জেল হিসাবে ব্যবহার করেছিল। তাই লোকে সে সময় ওই কেল্লাকে পুরাতন জেল বলত। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেখানে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীর দ্বারেই ক্ষুদিরামীসোনারওবাংলা পুস্তিকা বিতরণ করেন। সেই অপরাধে ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু হয়। এই প্রথম বঙ্গে বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ হয়। যদিও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের অভাবে ব্রিটিশ সরকারকে সেই মামলা পরে প্রত্যাহার করতে হয়। এর কিছুদিন পরেই হেমচন্দ্র কলকাতায় চলে আসেন এবং নানা ঘটনাক্রমে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে মেদিনীপুরের সঙ্গে হেমচন্দ্রের সংযোগ সাময়িকভাবে ক্ষীণ হয়ে পড়লেও। মেদিনীপুর জেলার বিপ্লবদীক্ষার অন্যতম আদিগুরু রূপে তিনি যে বীজ বপন করেছিলেন তা বঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

(সৌজন্যে- বার্তা টুডে)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবাবর কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে সভাপতি আশিষ সাহার নেতৃত্বে এক সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়।

মুম্বইয়ে বাণিজ্যিক বহুতলে আগুন, ছুটির দিনে ছড়ালো আতঙ্ক

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বাণিজ্য নগরী মুম্বইয়ের একটি বাণিজ্যিক বহুতলে ভয়াবহ আগুন। রবিবার ছুটির দিনে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় মুম্বইয়ের ওরলি এলাকায়। এই এলাকারই কমার্শিয়াল বিল্ডিং পুনম চেম্বার্সে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। দমকল কর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেছেন। মুম্বই দমকল সূত্রে খবর, রবিবার বেলা ১১.৩৯ মিনিট নাগাদ আগুন লাগে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে সাত তলা বহুতলটির দ্বিতীয় তলা থেকে আগুন লেগেছিল। যদিও এখনও আগুন লাগার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কালো ধোঁয়ায় চতুর্দিক ছেয়ে যায়। তবে দমকলকর্মীরা বিল্ডিংয়ের আগুন প্রায় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছেন। আপাতত কোনও হতাহতের খবর সামনে না এলেও, পুনম চেম্বার্সের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স ও বেশ কয়েকজন হাসপাতাল কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

গোয়ালিয়রের জয় বিলাস প্রাসাদে দিন কাটালেন ধনখড়, ঘুরেও দেখলেন রাজপ্রাসাদ

গোয়ালিয়র, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): গোয়ালিয়রের জয় বিলাস প্রাসাদে দিন কাটালেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। ঘুরেও দেখেন রাজপ্রাসাদ। উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখড়ও। উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়, তাঁর স্ত্রী সুদেশ ধনখড়, ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এবং অন্যরা গোয়ালিয়রের জয় বিলাস প্রাসাদ পরিদর্শন করেন। তাঁরা মধ্যাহ্নভোজ করেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রাসাদটি ঘুরে দেখেন।

ব্রিসবেন টেস্ট: আবার পাঁচ উইকেট নিলেন বুমরাহ

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনে জসপ্রিত বুমরাহের অত্যাশ্চর্য্য পাঁচ উইকেট লাভ ভারতকে টিকিয়ে রাখল।অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটসম্যানদের আউট করে বুমরাহ তার পাঁচ উইকেট পূর্ণ করেন।রবিবার বুমরাহ শুরুতেই আঘাত হানেন ওপেনার উসমান খাজা এবং নাথান ম্যাকসুইনিকে দ্রুত পর পর আউট করে। এরপর তিনি হেড এবং স্মিথ দুজনকেই আউট করেন ব্যাক-টু-ব্যাক স্পেলে। এরপর বুমরাহ মিচেল মার্শের উইকেটের মাধ্যমে তার দিনটি শেষ করে তার পাঁচ উইকেট পূর্ণ করেছেন এবং সিরিজে তার উইকেট সংখ্যা ১৭তে নিয়ে গেছেন।

বড় সাফল্য পেল পুলিশ, মুর্শিদাবাদে উদ্ধার বিপুল সংখ্যক নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ

মুর্শিদাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও বহরমপুর থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হল ২২ হাজার বোতল নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ। ঘটনায় দু’’জনকে গ্রেফতার করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। ধৃতরা হল, মহম্মদ জিল্লুর রহমান ও বাবলু প্রসাদ গুপ্ত। দু’’জনেরই বাড়ি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বহরমপুরের ফতেপুর এলাকায় জাতীয় সড়কে শনিবার রাতে একটি ট্রাক থামিয়ে তল্লাশি করতেই এই বিপুল পরিমাণে নিষিদ্ধ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দু’’জনকে পাকড়াও করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গোয়ালিয়রে ট্রাক্টর-ট্রলি উল্টে মৃত ৪, আহত কমপক্ষে ১২ জন

গোয়ালিয়র, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে ট্রাক্টর-ট্রলি উল্টে প্রাণ হারালেন ৪ জন। শনিবার রাতের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১২ জন। শনিবার রাতে গোয়ালিয়র জেলার ঘটিগাঁওয়ের জাখোদায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। গোয়ালিয়রের পুলিশ সুপার ধরমবীর সিং বলেছেন, শনিবার রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ একটি ট্রাক্টর-ট্রলি উল্টে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন এবং ১২ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, সাহারিয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৩১ জন সদস্য পাই খো গ্রাম থেকে ভেষজ সংগ্রহ করে ফিরছিলেন। চালক একটি মহিষকে বাঁচাতে গেলে, তিলাওয়ালি চত্বরে ট্রাক্টর-ট্রলিটি উল্টে যায়। ঘাটিগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জীবনলাল মহর বলেন, ’তাঁরা কাইত গ্রামে ফিরছিলেন, যখন তিলাওয়ালি চত্বরে ট্রাক্টর-ট্রলিটি উল্টে যায়।’ মৃতদের নাম ফুলবতী (৪৫), রামদাস (৪৬), অরুণ (১৪) এবং কস্তুরী বাই (৬৫)। আহতদের গোয়ালিয়রের একটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে যোগ দিন, মাওবাদীদের প্রতি আহ্বান অমিত শাহের

রায়পুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে যোগ দিন, মাওবাদীদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার ছত্তিশগড়ের রায়পুরে, ছত্তিশগড় পুলিশকে সম্মানিত করার এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ছত্তিশগড়কে নকশাল-মুক্ত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সংকল্প পূরণে ছত্তিশগড় পুলিশ সম্পূর্ণ সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নকশাল বিরোধী অভিযান চালাচ্ছে।

মাওবাদীদের কাছে অস্ত্র ছেড়ে সমাজের মূল স্রোতে যোগ দেওয়ার আবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ছত্তিশগড় সরকার খুব ভাল আত্মসমর্পণ নীতি তৈরি করেছে এবং আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের একটি ভাল প্যাকেজও দেবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ছত্তিশগড় পুলিশকে দেওয়া প্রেসিডেন্ট কালার তাঁদের সেবা, ত্যাগ এবং ত্যাগের প্রতীক।

ভারত অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচ: টিকিট ফেরতের কারণে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে এক মিলিয়ন ডলার হারাতে হয়েছে

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার গাব্বা টেস্টের প্রথম দিনের বৃষ্টি-বিঘ্নিত টিকিট বিক্রির পুরো টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হওয়ার পরে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া গেট প্রাপ্তিতে এক মিলিয়ন (প্রায় ৫.৪ কোটি টাকা) হারাতে হল।শনিবার প্রবল বৃষ্টির কারণে টিকিট বিক্রি হয়ে যাওয়ায় খেলা বন্ধ হওয়ার আগে গাব্বা টেস্টের প্রথম দিনে মাত্র ১৩.২ ওভার খেলা হয়েছিল।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নিয়মে উল্লেখ আছে যদি দিনে ন্যূনতম ১৫ ওভার বল করা হয়, তাহলে ভক্তরা সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু মাত্র ১৩.২ (১৫ ওভার থেকে ১০ বল কম) ওভার হওয়ার জন্য ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে এক মিলিয়ন ডলার হারাতে হল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন মোহাম্মদ ইরফান

করাচি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড় মোহাম্মদ ইরফান অবসর নিলেন।গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দ্বিতীয়বারের মতো অবসরের ঘোষণা করেছিলেন স্পিন অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিম। আর শনিবার ইমাদের পথ অনুসরণ করলেন তারকা ফাস্ট বোলার মোহাম্মদ আমির। তিনিও জাতীয় দল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দ্বিতীয়বারের মতো।

শনিবার রাতে একই ঘোষণা করেছেন আরেক বাঁহাতি পেসার মোহাম্মদ ইরফানও। ৪২ বছর বয়সী ইরফান প্রথম এ ধরনের ঘোষণা করলেন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার ব্যবধানে পাকিস্তানের তিন ক্রিকেটার জাতীয় দলকে বিদায় জানিয়ে দিলেন।

বাঁহাতি এই পেসার পাকিস্তানের হয়ে তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৮৬ ম্যাচ খেলেছেন। উইকেট নিয়েছেন ১০৯টি।

ফের ৫ ডিগ্রিতে নামল দিল্লির তাপমাত্রা, শীতে কাবু রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের পাঁচ ডিগ্রির নীচে নেমে গেল দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। রবিবাসরীয় সকালে শীতে জবুথবু দেশের রাজধানী। রবিবার ভোরে দেশের রাজধানী নয়াদিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকার তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রির নীচে নেমে যায়। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার ভোরে সফদরজংয়ে তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গত এক সপ্তাহে এই নিয়ে তিন বার ৫ ডিগ্রির নীচে নেমে গেল তাপমাত্রা। গত কয়েক দিনে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় তিন ডিগ্রি নেমে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.৫ ডিগ্রি। চলতি মরসুমে এখনও পর্যন্ত সেটিই দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল। এর পর রবিবার ফের ৫ ডিগ্রির নীচে নামল পারদ। পারদ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে শীতে কাবু রাজধানী দিল্লি।

প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বলেন, তা কখনওই করেন না : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বলেন, তা কখনওই করেন না। শনিবার লোকসভায় বক্তব্য রাখার সময় দুর্নীতি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন, দুর্নীতি প্রসঙ্গে তাঁর শূন্য সহনশীলতা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ওই বক্তব্যকে কটাক্ষ করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ’তাঁর (প্রধানমন্ত্রী মোদী) উচিত অজিত পওয়ারকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া। একনাথ শিন্ডে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের মধ্যে একজন। নিজেকে তাঁর জিজ্ঞাসা করা উচিত, তাঁর চারপাশে কতজন দুর্নীতিবাজ নেতা রয়েছে। তিনি আদানিকে সহ্য করছেন এবং আবার তিনি দুর্নীতির প্রতি জিরো টলারেন্স নিয়ে কথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বলেন তা করেন না।’

বাংলাদেশের পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগের বিষয় : সুকান্ত মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আবারও উদ্বেগ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায়, ’বাংলাদেশের পরিস্থিতি আমাদের জন্য খুবই উদ্বেগের বিষয়। সংখ্যালঘুদের ওপর, বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হিংসা রোধে বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।’

নিরাপত্তা বাহিনীর পদক্ষেপে বহু নকশাল মূলস্রোতে ফিরতে চাইছে : বিষ্ণুদেও সাই

রায়পুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ছত্তিশগড়ে নকশাল-দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই। তাঁর কথায়, নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যকরী পদক্ষেপের কারণে বিপুল সংখ্যক নকশাল আত্মসমর্পণ করে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার রায়পুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড় পুলিশকে রাষ্ট্রপতির রঙ উপহার দেওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠানেই মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই বলেছেন, ’কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নেতৃত্বে, ছত্তিশগড় পুলিশ গত বছরে নকশাল বিরোধী অভিযানে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে, সাহস ও সাহসিকতার সঙ্গে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে। এক বছর আগে এটা কল্পনা করাও কঠিন ছিল যে ছত্তিশগড় থেকে নকশালবাদ পুরোপুরি নির্মূল হবে, কিন্তু ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উদ্যোগ এবং কার্যকর কৌশল এটি সম্ভব করেছে। আমি জওয়ানদের সঙ্গে ক্যাম্পে রাত কাটিয়েছি, তারা উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ।

সুন্দরবনে বাঘের হামলায় জখম মৎস্যজীবী, চিকিৎসাধীন হাসপাতালে

ক্যানিং, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): সুন্দরবনের চামটা জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যাওয়াই হল কাল! কালীপদ মণ্ডল নামে এক মৎস্যজীবীর উপর হামলা করল বাঘ। মৎস্যজীবীর সঙ্গীদের বাধায় বাঘ জঙ্গলে ফিরে যায়। শনিবার এই ঘটনা ঘটে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি কালীপদ মণ্ডল।

শনিবার দুই সঙ্গীর সঙ্গে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে নদীর ধারে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। তিনজনেরই বাড়ি ঝড়খালিতে। হেড়োভাঙার জঙ্গলের নদীর ধারে তাঁরা নৌকা থামিয়ে কাঁকড়া ধরছিলেন। পিছনের জঙ্গলের দিকে তাঁদের খেয়াল ছিল না। আর সেই সুযোগে তাঁদের উপর আচমকাই একটি বাঘ হামলা চালায়। কালীপদকে কোনওক্রমে বাঁচান তাঁর সঙ্গীরা।

দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের এএপি-র প্রস্তুতি তুঙ্গে, চতুর্থ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)।

রবিবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য চতুর্থ তথা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে এএপি। আসন্ন দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আম আদমি পার্টি এদিন ৩৮ জন প্রার্থীর চতুর্থ তালিকা প্রকাশ করেছে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে কালকাজি বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নামগুলির মধ্যে রয়েছে, নতুন দিল্লি আসন থেকে এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক এবং দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এই তালিকায় রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজও রয়েছেন, যিনি গ্রেটার কৈলাশ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, বাবরপুর থেকে গোপাল রাই এবং বলিমারন থেকে ইমরান হুসেন।

সস্ত্রীক এএপি-তে যোগ দিলেন রমেশ পহেলবান, স্বাগত জানালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে বিধানসভা ভোটের আগে ধাক্কা খেল বিজেপি। রবিবার বিজেপির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে সস্ত্রীক আম আদমি পার্টিতে যোগ দিলেন রমেশ পহেলবান। বিজেপি নেতা রমেশ ও তাঁর স্ত্রী কুসুমলতা রমেশ রবিবার আম আদমি পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। এএপি-র প্রধান তথা দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপস্থিতিতে স্বামী-স্ত্রী এএপি-তে যোগ দিয়েছেন।

কেজরিওয়াল তাঁদের নিজ দলে স্বাগত জানান। দিল্লিতে ২০২৫ সালেই হবে বিধানসভা নির্বাচন। ভোটে একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এএপি।

শীতে দার্জিলিং-কে টেক্কা পুরুলিয়ার, কনকনে ঠান্ডা পশ্চিমের জেলাগুলিতে

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতে কাঁপছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কাঁপছে দক্ষিণবঙ্গও। রবিবার কলকাতা এই মরশুমের শীতলতম সকাল দেখেছে। মহানগরীতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৬ ডিগ্রি কম। অন্যদিকে, এদিন দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৬ ডিগ্রি ও পুরুলিয়ায় এই তাপমাত্রা ৫.৯ ডিগ্রি। শীতে রীতিমতো দার্জিলিং-কে টেক্কা দিচ্ছে পুরুলিয়া।

রবিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে শৈত্যপ্রবাহ পরিস্থিতি ছিল। এ ছাড়া, সকালের দিকে কুয়াশা ছিল নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস বলছে, আপাতত উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাতের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু কম থাকবে। তার পরের তিন-চার দিনে ফের দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা।

আবহাওয়া জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। নিম্নচাপের অভিমুখ থাকবে তামিলনাড়ুর উপকূল এলাকার দিকে। তবে এর প্রভাবে তাপমাত্রা বাড়তে পারে রাজ্যে।

এক দেশ, এক নির্বাচন সময়ের প্রয়োজন : গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

যোধপুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ’এক দেশ, এক নির্বাচন’ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বললেন, ’এটি সময়ের প্রয়োজন।’ রবিবার যোধপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শেখাওয়াত বলেছেন, ’এক দেশ, এক নির্বাচন’’’’ সময়ের প্রয়োজন এবং ঘন ঘন নির্বাচন অনেক সময় ও অর্থ অপচয় করে। এতে উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জনগণ এবং নির্বাচনের সঙ্গে জড়িতরা সরকারের কাছে এক দেশ, এক নির্বাচন বাস্তবায়নের দাবি জানিয়ে আসছে।’

মহিলা সুরক্ষা প্রসঙ্গে শেখাওয়াত বলেছেন, ’মহিলাদের নিরাপত্তা আমাদের জন্য একটি অগ্রাধিকার এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার মহিলাদের আত্মনির্ভর এবং মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।’

ভারতীয় সংবিধান ও গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য দেশের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য : মায়াবতী

লখনউ, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতীয় সংবিধান ও গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য দেশের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য্য। জোর দিয়ে বললেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে মায়াবতী বলেছেন, ’ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছরের গর্বিত যাত্রা নিয়ে সংসদে আলোচনা চলছে। এই আলোচনার গুরুত্ব ও উপযোগিতা তখনই সম্ভব, যখন এটি খোলা মনে মেনে নেওয়া হবে যে শাসক পক্ষ কর্মসংস্থান দিতে সক্ষম হয়েছে কিনা, এছাড়াও মানবিক সংবিধানের পবিত্র অনুভূতি অনুযায়ী দেশের কোটি কোটি মানুষের ন্যায়বিচার ও আত্মমর্যাদার জীবন প্রদান।’

মায়াবতী আরও বলেছেন, ’সংবিধান এবং গণতন্ত্রের সৌন্দর্য্য দেশ এবং দেশের জনগণের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য, এটি একটি উন্নত দেশ হওয়ার জন্য একটি প্রধান মানদন্ডও। এটা স্পষ্ট যে উত্তরটি ”না” হওয়ায় শাসক পক্ষ মনোযোগ সরিয়ে নেবে। কিন্তু এটা মেনে নিতে হবে যে এতদিন দেশ শাসন করা দলগুলি যদি সংবিধান সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে সত্যিকারের নিষ্ঠা, সততা ও দেশপ্রেম দেখাতো তাহলে দেশের অবস্থা এতটা খারাপ হতো না।’

প্রাক্তন বিধায়কের বাড়ির দেওয়ালে ধাক্কা দ্রুতগামী গাড়ির

রায়পুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার ভোরে রায়পুরে প্রাক্তন বিধায়ক দেবতী কর্মার বাড়িতে একটি দ্রুতগামী গাড়ি ঢুকে পড়ে। গাড়িটি মূল প্রবেশ পথের পাশের দেওয়ালে ধাক্কা দেয়। জানা গেছে, দুর্ঘটনায় দেওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পান কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপত্তাকর্মীরা। ঘটনার পর থেকে গাড়ির চালক পলাতক বলে জানা গেছে।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মার জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী-সহ বিশিষ্টদের

জয়পুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মার জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। জানা গেছে, জন্মদিনে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা বৃন্দাবনে যাবেন।

উল্লেখ্য, ভজনলাল শর্মা রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় ১৯৬৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমবার সাঙ্গানার থেকে নির্বাচনে জিতে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী পদে বসেন। প্রসঙ্গত, ভজনলাল শর্মা ঠিক একবছর আগে ১৫ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি রাজস্থানের ১৪-তম মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাড়িতেই অল্প উপকরণ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন মুখরোচক ফ্রায়েড চিকেন

বর্ষাকাল মানে বিকেল হতেই ভাজাভুজি খেতে মন চায়। চায়ের সঙ্গে "টা" মানেই তো বাইরের চপ, শিঙাড়া কিংবা কাটলেট। বাড়ির খুদেদের আবার রেস্তরাঁর মতো ফ্রায়েড চিকেনের দিকে ঝোঁক বেশি। তবে রোজ রোজ বাইরে থেকে আনা ফ্রায়েড চিকেন খাওয়া মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। এ বার দোকানের স্বাদ সহজেই আনুন বাড়ির হেঁশেলে।

খুব সহজ ক'টা ধাপেই তা সম্ভব। দেখে নিন রেসিপি। আর বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন হুবহু রেস্তরাঁর স্বাদের ফ্রায়েড চিকেন।

উপকরণ: ৪টি চিকেন লেগ পিস, ১ টেবিল চামচ রেড চিলি সস, ১ টেবিল চামচ সয়া সস, স্বাদ মতো নুন, ১ টেবিল চামচ আদা-রসুন বাটা, ১টি লেবুর রস, ১টি ডিম,১ কাপ ময়দা, ১ টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো,১ চা চামচ আদা-রসুন পাউডার, ১ চা চামচ সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো

প্রণালী: চিকেন লেগ পিসগুলি একটি বড় পাত্রে নিয়ে তার সঙ্গে নুন, রেড চিলি সস সয়া সস আদা-রসুন বাটা, লেবুর রস ও ডিম ভাল করে মেখে নিন। মিশ্রণটি ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। এ বার আর একটি পাত্রে ময়দা, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, আদা-রসুন গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার লেগ পিসগুলিতে ময়দার মিশ্রণ মাখিয়ে সেগুলি ঠান্ডা বরফ জলে ডুবিয়ে নিন। তার পর আবার সেগুলি ময়দার মিশ্রণে এ পিঠ-ও পিঠ করে গরম তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন রেস্তরাঁর মতো ফ্রায়েড চিকেন।

আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ নয় তো ?

রাস্তার ধুলো-ধোঁয়া, দূষণ তো আছেই, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়মও চুল পড়ার অন্যতম কারণ। তবে কারণ আরও আছে। ভাল করে ভেবে দেখুন তো, আপনার বাড়ির জলই চুল পড়ার কারণ হয়ে উঠছে কি না?

জলে যদি আয়রন বেশি থাকে তা হলে চুল পড়তে বাধ্য। বাড়ির কলের জল যদি "হার্ড" বা খনিজ সমৃদ্ধ হয়, তা হলে তো চুল পড়বেই।

কারণ এই জলে ক্যালশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মাত্রাও বেশি থাকে যা চুলের গোড়ায় জমে থেকে গোড়া আলগা করে দেয়। এমন জল দিয়ে রোজ মাথা ধুলে বুঝতে পারবেন, চুল রুক্ষ ও নির্জীব হয়ে যাচ্ছে। মাথায় হাত দিলেই গোছা গোছা চুল উঠবে। চুলে জটও পড়বে বেশি।

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে "ওয়াটার সফনার" লাগানোর ব্যবস্থা করুন। দাম বেশি পড়তে পারে, কিন্তু এই মেশিনে এমন ফিল্টার থাকে যা জলের ময়লা ও খনিজ উপাদানগুলিকে ছেঁকে নিয়ে জল বিশুদ্ধ করতে পারে। কল বা শাওয়ারের মুখে এই ফিল্টার লাগিয়ে নিলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না। তবে ফিল্টার মাঝেমধ্যেই পরিষ্কার করাতে হবে না হলে আয়রন বা খনিজের স্তর জমা হতে হতে কল বা শাওয়ারের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। জলে অতিরিক্ত ক্লোরিন থাকলেও চুলের বারোটা বেজে যাবে। ক্লোরিন এমনিতে জল পরিশুদ্ধ করে। কিন্তু অতিরিক্ত ক্লোরিন চুলের ক্ষতি করে। তাই যাঁরা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটেন, তাঁরা সতর্ক থাকতে হবে। শাওয়ার ক্যাপ পরে তবেই সাঁতার কাটা উচিত। তার পর চুল পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে।

চুল পড়ার সমস্যা কমাতে রোজ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াও জরুরি। সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন চুলে যত্ন। যদি আপনার চুল তৈলাক্ত হয়, তা হলে এক দিন অন্তর শ্যাম্পু অবশ্যই করবেন। যদি কোঁকড়া চুল হয়, তা হলে ভাল কন্ডিশনার এবং সিরাম লাগানো প্রয়োজন। সপ্তাহে অন্তত দু'থেকে তিন দিন যদি তেল লাগিয়ে ভাল করে মাসাজ করা যায়, তা হলেও চুলের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

তেঁতুল ফেলে না দিয়ে কী ভাবে ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করবেন ?

বিভিন্ন প্রকার চাট হোক কিংবা ফুচকা মুখরোচক খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করতে তেঁতুলের কোনও জবাব নেই। তেঁতুল দিয়ে কোনও পদ বানাবেন বলে বাজার থেকে কিনে আনলেন বটে, কিন্তু সবটা ব্যবহার না হলে দীর্ঘ দিন সেটি ফ্রিজেই পড়ে থাকে। কেবল রান্নাতেই নয়, বাড়ির আরও বিভিন্ন কাজে কিন্তু কাজে লাগাতে পারেন তেঁতুল। জেনে নিন, বাড়িতে তেঁতুল থাকলে কোন কোন কাজ সহজেই সেরে ফেলতে পারেন।

১) বাসন চকচকে করতে তেঁতুল কিন্তু বেশ কাজের। লেবু ও ভিনিগারের মতো তেঁতুলের অ্যাসিডিক গুণ স্টিল কিংবা পিতলের বাসন পরিষ্কার করতে কাজে আসে। অনেক সময় বাসনের তেল চিটচিটে ভাব কিছুতেই যেতে চায় না, তেঁতুলের সাহায্যে সেই সমস্যারও সমাধান সম্ভব।

২) হেঁশেলে মাছির উপদ্রব বেড়েছে? এক টুকরো তেঁতুলে কিন্তু মুশকিল আসান হতে পারে। তেঁতুলের অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ ও গন্ধ পোকামাকড় তাড়াতে উপকারী। হেঁশেলে কিংবা বাগানে পোকা তাড়াতে তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন।

৩) সাবানের বিকল্প হিসাবেও কিন্তু তেঁতুল কাজে লাগাতে পারেন। ত্বকের জন্য বেশ উপকারী হেঁশেলের এই উপাদান। জীবাণু ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করতে পারে তেঁতুল।

৪) কম খরচে ত্বক উজ্জ্বল করতে চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তেঁতুল। তেঁতুলে ফসফরাস, অ্যামিনো অ্যাসিড, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি মিনারেল রয়েছে যা ত্বকের জন্য উপকারী।পরিমাণ মতো তেঁতুল গরম জলে কিছু ক্ষণ ফুটিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে ক্বাথ বার করে নিন। দু'চামচ তেঁতুলের ক্বাথের সঙ্গে এক চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে ত্বকে লাগিয়ে নিন। মিনিট ১৫ রেখে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

৫) খুশকির সমস্যা দূর করতেও তেঁতুলের ক্বাথ ব্যবহার করতে পারেন। মাথার ত্বকে সেই ক্বাথ ভাল করে ঘষে নিয়ে শ্যাম্পু করে নিন। তেঁতুলের গুণেই খুশকির সমস্যা দূর হবে। চুলে আসবে জেল্লা।

ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়

ঘি খেতে ভালবাসেন কিন্তু খেতে পারেন না শুধু ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। রোগা হওয়ার জন্য এর চেয়েও বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কষ্ট করলে তবেই যে কেষ্ট মেলে, তা কে না জানে! তবে ওজন ঝরানোর জন্য ঘি খাওয়া বন্ধ করার দরকার নেই। ঘি খেয়েও রোগা হওয়া যায়। তার মানে রোজ সেদ্ধ ভাতে ঘি মেখে খেয়েও ছিপছিপে থাকবেন, এমন আশা করা ঠিক নয়।

তা হলে উপায়? কী ভাবে খেতে পারেন?

টোস্টের সঙ্গে- টোস্টে মাখনের বদলে ঘি মাখিয়ে খেতে পারেন। তবে রোজ নয়। মাঝেমাঝে জলখাবারে ঘি মাখানো টোস্ট থাকতেই পারে। হাত খুলে ঘি না মাখালেই ভাল। সপ্তাহে ১-২ দিন পরিমাণ মতো ঘি খাওয়া যায়।

ঘি ভাত- সরাসরি ভাতে ঘি মেখে না খেয়ে বরং ঘি ভাত বানিয়ে খেতে পারেন। গাজর, বিন্স, ক্যাপসিকাম দিয়ে যে ফ্রায়েড রাইস বানালেন তাতে অল্প করে গাওয়া ঘি মিশিয়ে নিন। খেতেও ভাললাগবে, আবার ওজন থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

বেকিং- কেক বানানোর জন্য ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই, তার আগেই বানাতে পারেন। বেকিং-এর সময় খানিকটা ঘি দিতে পারেন। স্বাদ লেগে থাকবে মুখে। আবার ঘি খাওয়াও হল।

এখন হাঁটুর ব্যথা বয়স দেখে হয় না

ব্যথা-বেদনা এখন আর বয়স মেনে হয় না। বিশেষ করে আর্থাইটিসের মতো সমস্যা যে কোনও বয়সে এসে হানা দিতে পারে। তা ছাড়া রোজের জীবনে যে একটানা অনিয়ম চলে, তার প্রভাব পড়ে জীবনে। দীর্ঘ ক্ষণ এক জায়গায় বসে থেকে পেশিগুলি শক্ত হয়ে যায়। সেখান থেকেই ব্যথা-বেদনার সূত্রপাত। আর বয়স বাড়লে সেটাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। হাঁটুতে ব্যথা হলে অনেক কিছুই খাওয়া বারণ হয়ে যায়। পাঁঠার মাংস, রঙিন পানীয়ের মতো অনেক খাবারই খাওয়া যায় না। হাঁটুতে ব্যথার সমস্যা কমাতে একটি পানীয়ের খোঁজ দিয়েছেন পুষ্টিবিদেরা। খাদ্যতালিকায় এই পানীয় বা স্মুদি রাখলে উপকার পাবেন দ্রুত। ভাবছেন তো কী ভাবে বানাবেন সেই জাদু পানীয়? রইল প্রণালী।

উপকরণ:

পালংশাক এক কাপ, ব্লুবেরি এক কাপ, গ্রিক ইয়োগার্ট আধ কাপ, বরফ এবং ঠান্ডা জল প্রয়োজন মতো।

প্রণালী:

এই উপকরণগুলি একসঙ্গে মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলেই গ্লাসে ঢেলে চুমুক দিন। রোজ না হলেও এক দিন অন্তর এটি খেতে পারেন। আর্থাইটিসের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে সড়গড় করে তুলুন বাড়ির বয়স্কদের

অনলাইনে কাজকর্ম, ই-ব্যাঙ্কিং ইত্যাদিতে এখনও ভয় পান অনেক বয়স্কেরাই। ব্যাঙ্কের পাসবই আপডেট থেকে শুরু করে, টাকা ট্রান্সফার বা ইলেকট্রিকের বিল জমা দেওয়া... আপনি সব কাজই যথাস্থানে গিয়ে করতে ভালবাসেন। কিন্তু বাদ সাধে তাঁদের শারীরিক অবস্থা। কর্মসূত্রে ছেলেমেয়েরা হয়তো দূরে, বাড়িতে বয়স্ক দম্পতি একাই থাকেন, তখন ডিজিটাল প্রযুক্তির খুঁটিনাটি শিখে রাখলে অনেক সুবিধা হয়।

ছোট্ট স্মার্টফোনের স্ক্রিন ছুঁয়ে বা কম্পিউটারের কি-বোর্ডের বোতাম চেপেই এক নিমেষে সেরে ফেলা যায় হাজারো কাজ। কী ভাবে বাড়ির বয়স্কদের ডিজিটাল প্রযুক্তির পাঠ দেবেন? সাইবার দুনিয়ার কোনটি ঠিক আর কোনটি ভুল, তা-ও শেখাতে হবে ধৈর্য্য ধরেই।

কী কী বোঝাবেন? ১) অনলাইন অ্যাপে কী ভাবে টাকাপয়সার লেনদেন করা যায়, তা শিখিয়ে দিন। বলতে ভুলবেন না, বেশির ভাগ অ্যাপই কিন্তু লেনদেনের সময় কার্ডের খুঁটিনাটি সেভ করে রাখার অপশন দেয়। এটি এড়িয়ে চলাই ভাল। একটু সময় লাগলেও প্রত্যেক বার লেনদেনের সময় নতুন করে কার্ডের বিস্তারিত দিয়ে লেনদেন করতে শেখান। ২) কম্পিউটারে অ্যান্টিভাইরাস সফঅয়্যার ইনস্টল করে দিন। মোবাইলেই হোক কিংবা কম্পিউটার বা ল্যাপটপে, লেনদেনের অ্যাপ যেন সুরক্ষিত থাকে তা শিখিয়ে দিন। কোনও অচেনা অ্যাপ ব্যবহার না করাই ভাল। ৩) নিজের এটিএম পিন, ব্যাঙ্কের এমপিন কাউকেই জানাবেন না। ব্যাঙ্ক অ্যাপের পাসওয়ার্ড কয়েক দিন ছাড়া-ছাড়া বদলে দিন। লেনদেনের সময় সবসময়ে ওটিপি বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড চাইছে কি না, দেখে নিন। ৪) অজানা নম্বর থেকে কোনও লিঙ্ক এলে বা ইমেল করা হলে তা একেবারেই খুলে দেখবেন না। জানবেন এগুলি সবই নিয়ন্ত্রণ করছে হ্যাকারেরা। যে মুহূর্তে আপনি লিঙ্ক খুলবেন বা প্রতারকদের পাঠানো কোনও ফর্ম ভরে টাকা দিতে যাবেন, সেই মুহূর্তে আপনার নাম, ঠিকানা, ব্যাঙ্কের বিস্তারিত বিবরণী হ্যাকারদের কাছে পৌঁছে যাবে।

শীতে রোজ এই পাঁচ সবজি খেলে গেঁটে বাত থাকবে নিয়ন্ত্রণে

শরীরে বিপাকীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় পিউরিন। এই পিউরিনের পরিমাণ বাড়লে তখনই রক্তে বাড়ে ইউরিক অ্যাসিড। পিউরিন প্রাকৃতিক ভাবে শরীরে পাওয়া যায় তবে বেশ কিছু খাবার আর পানীয়তেও পাওয়া যায়। আর পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেলে শরীরে যেমন পিউরিনের পরিমাণ বাড়ে তেমনই বাড়ে ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যাও।

বিশেষত গেঁটে বাতের সমস্যা বাড়ে এই সব খাবার থেকে।

প্রস্রাবের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে আসে ইউরিক অ্যাসিড। ইউরিক অ্যাসিড প্রস্রাবের মাধ্যমে যখন বেরতে না পারে তখন তা কিডনিতে জমতে থাকে। সেই সঙ্গে জয়েন্টেও আটকে যায়। যেখান থেকে গাউটের সমস্যা হয়। গাউট হল এক ধরণের বাত। আর এই বাত হলে খুবই ব্যথা হয়। বিশেষত শীতকালে।

ইউরিক অ্যাসিড বাড়লেই এই সমস্যা বেশি হয়। শীতকালে ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে জয়েন্টে ব্যথা, জয়েন্ট শক্ত হয়ে যাওয়া, নাড়াচাড়া করার ক্ষমতা কমে যায়। সেই সঙ্গে আক্রান্ত স্থানে লাল ফোলাভাব থেকে যায়। অনেক সময় ইউরিক অ্যাসিড ছোট ছোট কেলাসের আকার নিয়ে জমতে শুরু করে। এর ফলে কিডনিতে পাথর-সহ একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শীতকালে ইউরিক অ্যাসিডের ক্ষরণ বেড়ে যায়। ফলে জয়েন্টে ব্যথা, জয়েন্টে ফোলাভাব এসব বিশেষ ভাবে দেখা দেয়। সেই সঙ্গে বাতের উপসর্গও প্রকট হয়ে ওঠে। পিউরিন সমৃদ্ধ খাবার খেলে এই সমস্যা আরও জটিল হয়। আর তাই শীতের প্রিয় কিছু খাবার থেকে দূরে থাকতেই হবে। নইলে দিনের পর দিন সমস্যা আরও বেশি জটিল আকার নিতে পারে। ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই ডায়েট মেনে খাবার খেলে।

নিয়মিত ভাবে অ্যাসপারগাস খেতে পারলে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা থাকে নিয়ন্ত্রণে। আর তাই যে খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বেশি সেই খাবার বেশি করে খান। পালং শাক ইউরিক অ্যাসিডের জন্য খুবই ভাল। এর মধ্যে পিউরিন খুব কম মাত্রায় থাকে। যার ফলে গাউটের সমস্যা হয় না। এছাড়াও পালং শাক আয়রনের খুব ভাল উত।

গাউটের সমস্যায় যাঁরা ভুগছেন তাঁদের জন্য খুব ভাল হলর ব্রকোলি। এর মধ্যে ভিটামিন সি বেশি পরিমাণে থাকে। আর তাই নিয়মিত ভাবে ব্রকোলি খেলেও শরীরের অনেক উপকার হয়। শীতে ব্রকোলি পরিমাণ মত পাওয়া যায়। ইউরিক অ্যাসিড রুখতে আরও একটি জনপ্রিয় খাবার হল শসা। শসার মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সেই সঙ্গে শরীর থেকে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দিতেও কাজে আসে শসা। আর তাই নিয়মিত ভাবে খেলে উপকার পাবেন।

শীতের সন্ধ্যায় ক্যাফে স্টাইলে কফি খেতে চান ?

সারাবছর কফি পান করলেও শীতে এই পানীয়ের চাহিদা বেড়ে যায়। ঠাণ্ডায় শরীরকে গরম রাখতে সাহায্য করে কফি। তাছাড়া দিনের শুরুতে ব্ল্যাক কপি পান করলে কাজের এনার্জি পাওয়া যায়। আর শীতের রাতে এক কাপ ক্যাপুচিনো আর প্রিয় গল্পের বই পুরো মুডটাই বদলে দিতে পারে। কিন্তু বাড়িতে সব সময় ক্যাফের মতো ক্যাপুচিনো বানানো যায় না।

তার কারণ বাড়িতে এসপ্রেসো মেশিন নেই। সুতরাং, ফেনা যুক্ত ক্যাপুচিনো হয় না। তাছাড়া এভাবে কফিরও ঠিকঠাক স্বাদ পাওয়া যায় না। যাঁরা কফি লাভার তাঁরা যথারীতি নিরাশ হন। কিন্তু এমন নয় যে, আপনি রেস্তোরাঁর মতো ক্যাপুচিনো বাড়িতে বানাতে পারবেন না। সহজ টিপস মানলেই বাড়িতে বানানো যাবে ফেনা যুক্ত ক্যাপুচিনো। আর ক্যাপুচিনোর পাশাপাশি মোকা কফিও ট্রাই করতে পারেন।

ক্যাপুচিনো তৈরির রেসিপি- যেহেতু এসপ্রেসো মেশিন ছাড়া ক্যাপুচিনো তৈরি করতে হবে তাই আগে থেকে দুধের ফেনা বানিয়ে নিন। প্রথমে ফুল ফ্যাট দুধ গরম করুন। ১ কাপ গরম ফুল ফ্যাট দুধ আলাদা করে রাখুন। আর গরম দুধের বাকি অংশ ব্লেন্ডারে দিলেই ফেনা হয়ে যাবে। এছাড়াও আপনি হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যেও দুধের ফেনা বানিয়ে নিতে পারেন। আর তা না হলে ওই ফুল ফ্যাট দুধ ফেটিয়ে দুধের ফেনা বানিয়ে নিতে হবে। ক্যাপুচিনো তৈরি করার জন্য ভাল মানের কফি বেছে নিন। এবার ওই কফির লিকার বানিয়ে নিন। এবার এক বড় কাপ নিন। কাপের তিন ভাগের এক ভাগ কফির লিকার দিন। এবার বাকি অংশ গরম দুধ ঢেলে দিন। এবার উপর দিয়ে দুধের ফেনা দিয়ে নিন। ব্যস তৈরি আপনার ক্যাপুচিনো। এই একই উপায়ে ক্যাপুচিনো ছাড়াও আপনি এই শীতে মোকা কফি বানিয়ে নিতে পারেন। মোকা কফি তৈরির রেসিপি- ক্যাপুচিনোর মতোই বাড়িতে মোকা কপি বানাতে অনেকেই ভয় পান। ক্যাফে না গেলে খুব একটা মোকা কফি খাওয়াও হয় না। কিন্তু মাত্র তিনটে উপকরণ এবং সহজ উপায়ে আপনি মোকা কপি বানিয়ে নিতে পারেন। এমনকী এই মোকা কফিও আপনি এসপ্রেসো মেশিন ছাড়া বানাতে পারেন। প্রথমে এসপ্রেসো বানিয়ে নিন। এর জন্যও ভাল মানের কফি ব্যবহার করুন। এবার এক ছোট কাপের এসপ্রেসো নিন। এবার এতে ডার্ক চকোলেটের গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। এবার এতে ফেটানো ফুল ফ্যাট দুধ দিয়ে নিন। উপকরণগুলো একসঙ্গে মিশিয়ে নিলেই তৈরি যাবে মোকা কফি।

শীতের ফলের ঝুড়িতে থাকে হরেক ফল

শীতে বাজার করতে সবচেয়ে বেশি মজা লাগে। বাহারি শাক-সবজি আর ফলে ভরে থাকে ঝুড়ি। যেদিকেই তাকানো যায় সেদিকেই রঙিন। গাজর, বিট, বিনস, ব্রকোলি, টমেটো, ক্যাপসিকাম, শিম এসব যেমন একদিকে থাকে তেমনই অন্যদিকে থাকে কমলালেবু, আপেল, পেয়ারা, ফুটি, আঙুর, ডালিম-সহ একাধিক ফল। শীত মানেই ফল আর ফুলের মেলা।

কমলালেবু ছাড়াও শীতকালে আরও যে সব ফল বাজার মাতিয়ে রাখে তা হল শাঁকালু, সবেদা। দেশী এই ফল খেতে যেমন ভাল তেমনই পুষ্টিগুণও অনেক। শীতের দিনে যে কোনও পুজোতেও ব্যবহার করা হয় এই সব ফল।

আগে সরস্বতী পুজোর প্রসাদে বাঁধাধরা থাকত এই শাঁকালু। এছাড়াও পৌষের শেষে নবান্নতে প্রসাদের টুকরো হিসেবে থাকবেই শাঁকালু। মাটির নীচে হওয়া সাদা এই ফলটি খেতে ভালবাসেন অনেকেই। অনেকের আবার মনে ভয় থাকে বেশি খেলে সুগার বাড়বে না তো! এমনিতেই আলু নিয়ে নানা চোরা সন্দেহ রয়েছে মনে। তায় যখন শাঁকালু তখন সন্দেহ যে আরও বেশি জটিল হবে এ বিষয়ে কোনও দ্বিধা নেই। সব মরশুমি ফলই খাওয়া উচিত। শীতের দিনে শাঁকালু কেন খাবেন?

শাঁকালুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অদ্রবণীয় ফাইবার। যা হজমে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে গ্যাস, অম্বলও হয় না। যাঁদের আইবিএস বা পেটের অন্যান্য কোনও সমস্যা রয়েছে তার জন্যেও খুব উপকারী হল শাঁকালু। শাঁকালুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেট ভরিয়ে রাখে সেই সঙ্গে হজম করতেও সাহায্য করে। যে কারণে শীতের দিনে যদি শুধুমাত্র ফল ডায়েট করেন তাহলে শাঁখালু অবশ্যই খাবেন নিয়ম করে। এতে তাড়াতাড়ি ফ্যাট কমবে। অল্পেই পেট ভরে যাবে।

সবেদার মধ্যেও রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সারা বছর পাওয়া গেলেও শীতে এই ফল পাওয়া যায় সবচাইতে বেশি। প্রাকৃতিক ভাবেই সবেদার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ফ্রুকটোজ। এছাড়াও এই ফলের মধ্যে থাকে ভিটামিন এ, ই, সি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। যা চুল আর ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাতেও খুব ভাল কাজ করে। এসব বাদ দিলেও সবেদা অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের খুব ভাল উত। এছাড়াও সবেদা সহজপাচ্য। পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আর ফসফরাসের খুব ভাল উত হল এই সবেদা। যে কারণে অন্য যে কোনও ফল খাওয়া হোক বা নাই হোক সবেদা, শাঁকালু অবশ্যই খাবেন।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে এফপিএমবি'র উদ্যোগে একা সভা আয়োজিত হয়।

অমিত শাহ আজ রায়গড়ে ছত্তিশগড় পুলিশকে মর্যাদাপূর্ণ "প্রেসিডেন্ট"স কালার" পুরস্কার প্রদান করেন

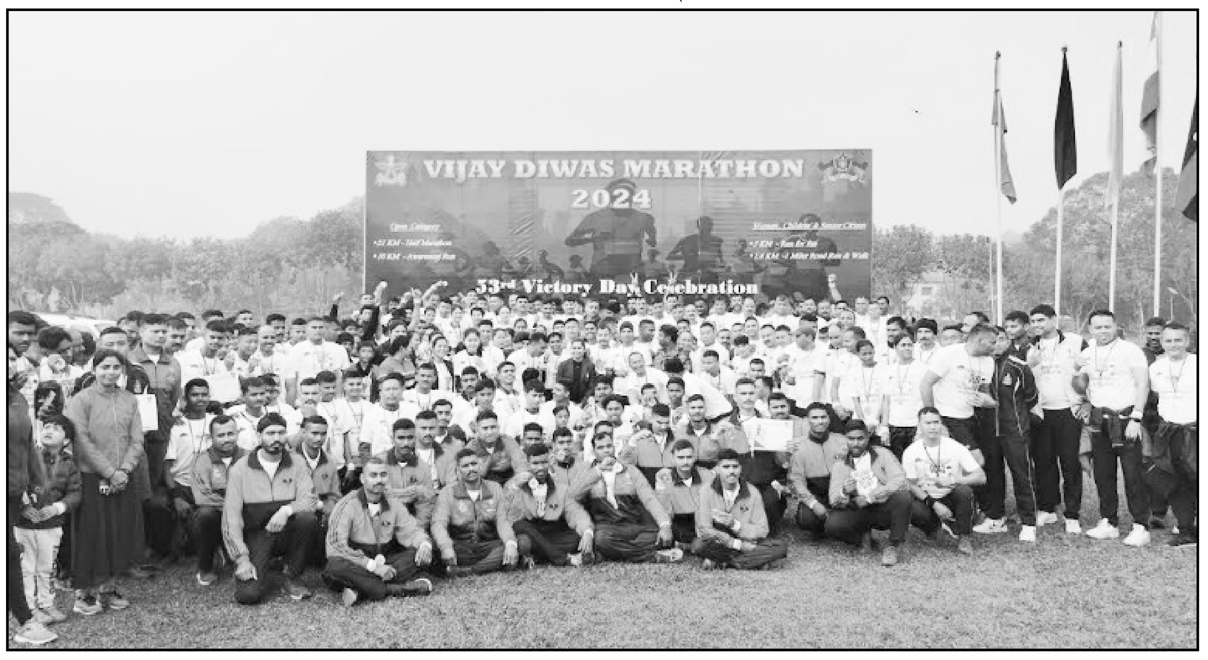

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আজ রায়গড়ে ছত্তিশগড় পুলিশকে মর্যাদাপূর্ণ "প্রেসিডেন্ট"স কালার" পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি এদিন মাওবাদীদেরকে অস্ত্র ত্যাগ করে সমাজের মূলস্রোতে যোগ দেওয়ার আহ্বানও জানিয়েছেন। ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরে এক অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড় পুলিশকে রাষ্ট্রপতির দেওয়া মর্যাদাপূর্ণ "প্রেসিডেন্ট"স কালার" খেতাব প্রদানের ওই অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী শাহ বলেন, ২০২৬ সালের ৩১শে মার্চের আগে ছত্তিশগড়কে নকশাল মুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংকল্প পূরণের লক্ষ্যে ছত্তিশগড় পুলিশ পূর্ণ সাহসিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নকশাল বিরোধী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় শর্মা সহ অন্যান্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মাওবাদীদের অস্ত্র ত্যাগ করে সমাজের মূলধারায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ছত্তিশগড় সরকার একটি উত্তম আত্মসমর্পণ নীতি প্রবর্তন করেছে এবং আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের একটি ভাল পুনর্বাসন প্যাকেজ দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, ছত্তিশগড় পুলিশকে রাষ্ট্রপতির দেওয়া নিশান হল তাদের সেবা, ত্যাগ ও আত্মত্যাগের প্রতীক। তিনি বলেন, রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষে "প্রেসিডেন্ট"স কালার" গ্রহণ করা বাহিনীর নিরলস কঠোর পরিশ্রম, প্রতিশ্রুতি, সাহসিকতা এবং জনসাধারণের সাথে গভীর সংযোগের একটি প্রমাণ। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, মাদকমুক্ত ভারত গড়ার অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, জন-সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং রাজ্যের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক সেবার জন্য তিনি ছত্তিশগড় পুলিশের প্রশংসা করেন। শ্রী শাহ তাঁর বক্তব্যে ছত্তিশগড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রাজ্য পুলিশের অটল নিষ্ঠা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শাহ বলেন, আজ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি বলেন, সর্দার প্যাটেলের অতুলনীয় সাহস ও সংকল্পই দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৩৭০ ধারা বাতিল করে সর্দার প্যাটেলের অপূরিত লক্ষ্য পূরণ করেছেন, যার ফলে কাশ্মীর ভারতের সঙ্গে স্থায়ীভাবে একীভূত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সমগ্র দেশ আজ সর্দার প্যাটেলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গত এক বছরে নকশালবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এসেছে। নিরাপত্তা বাহিনী ২৮৭ জন নকশালকে নিষ্ক্রিয় করেছে, ১, ০০০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং ৮৩৭ জন নকশাল ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করানোর কাজ সহজ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, নিহতদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন শীর্ষস্থানীয় নকশাল নেতা। শ্রী শাহ উল্লেখ করেন যে, চার দশকের মধ্যে এই প্রথম নকশাল সহিংসতায় অসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তা কর্মীদের মৃত্যুর সংখ্যা ১০০-এর নিচে নেমে এসেছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদীর নেতৃত্বে গত এক দশকে নকশালবাদ কার্যকরভাবে দমন করা হয়েছে, যার ফলে গত দশকের তুলনায় নিরাপত্তা কর্মীদের হতাহতের সংখ্যা ৭৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং অসামরিক ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যা ৭০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। গত এক বছরে নকশালবাদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ছত্তিশগড় পুলিশের প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। উপরন্তু, তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ে বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। শাহ ইল্লেখ করেন যে, ছত্তিশগড় পুলিশ দৃঢ় সংকল্পের সাথে সংগঠিত অপরাধ ও মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। তিনি জানান, ২০২৪ সালের ১ লা জানুয়ারি থেকে৩০ শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রায় ১,১০০ টি মাদক সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যার ফলে ২১,০০০ কিলো গাঁজা, ৬,০০০ কিলোগ্রাম আফিম এবং প্রায় ১,৯৫,০০০ টি অবৈধ মাদক ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উপরন্তু, এই মামলাগুলির সাথে সম্পর্কিত ১,৪০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাদকদ্রব্য ও মাদক পদার্থের অবৈধ পাচার প্রতিরোধ আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে ছত্তিশগড় সর্বাগ্রে রয়েছে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা বাবুলাল মারান্ডির

রাঁচি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকী। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোটা দেশ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। ঝাড়খণ্ডের বিজেপি রাজ্য সভাপতি বাবুলাল মারান্ডিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল দেশকে ঐক্য ও অখণ্ডতার সুতোয় সংযুক্ত করেছিলেন। ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতীক, আধুনিক ভারতের স্থপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই।

কাঁথি সমবায় ভোটে অশান্তি, সংঘর্ষে জড়ালো তৃণমূল ও বিজেপি

কাঁথি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও, অশান্তি দেখা গেল কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের ভোটে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রামনগরে হাতাহাতিতে জড়াল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, তৃণমূল ভোটারদের বুথে যেতে বাধা দিচ্ছে। প্রতিবাদ করায় বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হচ্ছে। সেই অভিযোগ তুলে ভোট বয়কটের ডাক দিয়ে পথ অবরোধ শুরু করেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামনগর কলেজে কাঁথি সমবায় ভোটের কেন্দ্র হয়েছে। সকাল থেকেই আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। তবে বিজেপির অভিযোগ, তাদের দলের লোকদের বুথে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ভোটার স্লিপ কেড়ে নিচ্ছে তৃণমূলের কর্মীরা। শুধু তাই নয়, বেছে বেছে বিজেপি কর্মীদের মারধরও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে বুথে যাওয়ার রাস্তায় অবরোধ শুরু করেন বিজেপি নেতৃত্ব।

ছত্তিশগড়ে পৌঁছলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ, স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী সাই

রায়পুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার গভীর রাতে ছত্তিশগড়ে পৌঁছেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁকে স্বাগত জানান ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। রবিবার থেকে অমিত শাহ দুদিনের ছত্তিশগড় সফরে। এদিন তিনি রায়পুরে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।

জানা গেছে, অমিত শাহ এদিন দুপুরে বস্তারে পৌঁছবেন। জগদলপুরে একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা অমিত শাহের। এর পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিকেলে জগদলপুরের সার্কিট হাউসে পৌঁছবেন। যাঁরা নকশালদের পথ ছেড়ে মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিজয় দিবসের ৫৩-তম বার্ষিকী উপলক্ষে আসাম রাইফেলস এর উদ্যোগে হাফ ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৪: গৌরবোজ্জ্বল বিজয় দিবসের ৫৩-তম বার্ষিকী উপলক্ষে আসাম রাইফেলস আজ আগরতলায় একটি হাফ ম্যারাথন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে নিবেদিত এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি উদযাপনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের ৬০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন। এই দিনটি ভারতীয় সেনাদের সাহস ও নিষ্ঠার একটি প্রমাণ, যা ঐক্য ও অখণ্ডতার অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ভারতীয় নাগরিকদের নিয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায়। তিনি এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য আসাম রাইফেলসের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন, দেশপ্রেমের গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং একটি প্রাণবন্ত সমাজ গঠনের জন্য শারীরিক সুস্থতার ওপর নজর দিতে সকলকে উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার।

তরুণদের কাছে অধ্যবসায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের রোল মডেল হিসেবে পরিচিত দীপা কর্মকারের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের, বিশেষত তরুণ ক্রীড়াবিদদের কাছে অনুপ্রেরণার আধার হিসেবে পরিগণিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যুবসমাজ, মহিলা, শিশু এবং প্রবীণ নাগরিক সহ সমস্ত স্তরের উৎসাহীদের অংশগ্রহণ দেখা যায়।

দৌড়ের পরে, স্থানীয়দের মধ্যে একাত্মতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আসাম রাইফেলস এই অনুষ্ঠানের চমৎকার সাফল্যের জন্য সমস্ত অংশগ্রহণকারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অনুষ্ঠানে, সমস্ত বিভাগে বিজয়ীদের মধ্যে পদক ও শংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

মঙ্গলবার ভারতীয় ক্রিকেটার সৈয়দ মুস্তাক আলীর জন্মদিন

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): সৈয়দ মুস্তাক আলী। ১৭ ডিসেম্বর ইন্দোরে জন্মগ্রহণকারী একজন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। যিনি ভারতীয় ক্রিকেটে একজন আক্রমণাত্মক টেস্ট ব্যাটসম্যান ছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে ভারতীয় দলের হয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে মুস্তাক আলী বিদেশের মাটিতে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

উইজডেন পুরস্কার বিজয়ী মুস্তাক আলী ১৯৩৬ সালের সফরে চারটি প্রথম শ্রেণীর শতরান করেন। তিনি যেমন ওপেনিং ব্যাটসম্যান ছিলেন তেমনি মিডল অর্ডারে ডানহাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন, এবং স্লো লেফ আর্ম অর্থোডক্স বোলারও ছিলেন। তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার ১৯৩৪ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে মাত্র ১১টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলন সেই সময় তিনি দুটি শতরান এবং তিনটি অর্ধ শতক-সহ ৬১২ রান করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর কেরিয়ারে ২২৬ ম্যাচ খেলে ১৩২১৩ রান করেছিলেন, যার মধ্যে আছে ৩০টি শতক ও ৬৩টি অর্ধশতক। বাহাতি স্পিন দিয়ে তিনি ১৬২টি উইকেট নিয়েছেন। মুস্তাক আলীকে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার কিথ মিলার বর্ণনা করেছেন- 'ক্রিকেটের (হলিউড অভিনেতা) এরল ফিলন, ড্যাশিং, সাবলীল, ঝাঁকুনি পূর্ণ এবং তিনি যেখানেই খেলেন সেখানে অত্যন্ত জনপ্রিয়।'

তিনি ১৯৬৪ সালে পদ্মশ্রী পদক লাভ করেন এবং খেলায় তার অবদানের জন্য মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব এর একজন আজীবন সদস্য নির্বাচিত হন। বোর্ড অফ কন্টোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) সৈয়দ মুস্তাক আলীর উত্তরাধিকারীকে সম্মান জানায় তার নামকরণ করে তার শীর্ষস্থানীয় ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট গুলির একটি সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফি। ১৯৯৫ সালে তিনি সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন যা একজন প্রাক্তন খেলোয়াড়কে বিসিসিআই কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ সম্মান।

শীর্ষে ওঠার সুযোগ হাতছাড়া করল রিয়াল মাদ্রিদ, শীর্ষস্থানে থাকল বার্সেলোনাই

বার্সিলোনা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শনিবার রাতে এস্তাদিও দে ভায়েকাসে স্বাগতিক রায়ো ভায়োকানোর বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

ম্যাচ শুরুর চতুর্থ মিনিটে গোল খায় রিয়াল। দে ফ্রুতোসের ক্রসে উনাই লোপেজ হেড করে গোল করেন। ৩৬ মিনিটে আবার গোল খায় রিয়াল। মুমিন ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। পালাজনের দারুণ কর্নারে আড়াআড়ি হেডে গোল করেন ঘানার এই ডিফেন্ডার।

২ গোলে পিছিয়ে পড়ার ৩ মিনিট পর ব্যবধান কমায় রিয়াল। ডি বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক গোল করেন ফেদে ভালভার্দে। এটি তার এই মৌসুমে চতুর্থ গোল।

এরপর রিয়াল ৪৫ মিনিটে সমতায় ফেরে। গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম। রদ্রিগোর ক্রস থেকে হেড করে গোল করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে রিয়ালের রদ্রিগো গোল করেন। বল ভায়োকানোড় এক ডিফেন্ডারের পায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে বল জড়ায়। রিয়াল এগিয়ে যায় ৩-২ গোলে। রিয়ালের এগিয়ে থাকার সেই গোল ৬৪ মিনিটে লুজনের ফ্রি-কিক থেকে শোধ দেয় পালাজান। এরপর দুই দল আক্রমণে গিয়ে একাধিক সুযোগ পেলেও গোল করতে পারেনি। এই ড্রয়ের ফলে শীর্ষস্থান দখলের সুযোগ হারালো রিয়াল। ১৭ ম্যাচে থেকে ১১ জয় ৪ ড্র এবং ২ হারে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে থাকল রিয়াল। সমান ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। আর অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে থাকল তিন নম্বরে।

রবিবার সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি মধ্যপ্রদেশ ও মুম্বই

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি মুম্বই ও মধ্যপ্রদেশ।

গ্রুপপর্বে কেরলের কাছে হার ছাড়া, মুম্বই একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি। পৃথ্বী শ, অজিঙ্ক রাহানে, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবে এবং সূর্যাংশ শেডগের সমন্বয়ে গঠিত ব্যাটিং লাইন শক্তিশালী। বিশেষ করে ওপেনার রাহানে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছেন। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক, রাহানে পাওয়ারপ্লেতে বৈদ্যুতিক স্ট্রোকপ্লেতে নজর কেড়েছেন। আর নতুন বলের বোলার মোহিত এবং শার্দুল ঠাকুর ১৩টি করে উইকেট নিয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশ একটি জাদুকরী নক তৈরি করতে রজত পতিদারের উপর অনেক বেশি নির্ভর করে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ব্যাটারের নয়টি ম্যাচে চারটি অর্ধশতক রয়েছে, যার মধ্যে এখানে সেমিফাইনালে দিল্লির বিপক্ষে ম্যাচজয়ী ২৯ বলে অপরাজিত ৬৬ রান রয়েছে।

হরপ্রীত সিংয়ের উপরও নির্ভর করে মধ্যপ্রদেশ। হরপ্রীত আক্রমণকারী ব্যাটসম্যান। আর ভেঙ্কটেশ আইয়ার এই টুর্নামেন্টে ভালো খেলছেন। বোলিংয়ে বরোদার বাঁহাতি স্পিনার কুমার কার্তিকেয় টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক।

কটকে লোহার গেট ভেঙে বিপত্তি, আহত কমপক্ষে ৩০ জন

কটক, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): পালাগানের অনুষ্ঠানস্থলে বিপত্তি ওড়িশার কটকে। মঞ্চের সামনে থাকা লোহার গেট ভেঙে পড়ে জখম হলেন প্রায় ৩০ জন দর্শক। আহতদের মধ্যে মহিলা ও শিশুও রয়েছেন। শনিবার রাতে কটকের সালেপুর এলাকায় ওই দুর্ঘটনা হয়। সেখানে একটি পালাগানের আসর বসেছিল। অনুষ্ঠান দেখতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়েছিল।

একটি লোহার গেট পেরিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতে হত। একই সময়ে অনেক দর্শক ওই গেটটি পার হচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা পুরো লোহার গেটটিই ভেঙে পড়ে। শুরু হয় চিৎকার-চেঁচামেচি, কান্নাকাটি। পণ্ড হয় অনুষ্ঠান। পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগান। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর।

বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণানন্দ ঝা-র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ হেমন্ত সোরেনের

রাঁচি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বিহারের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মধুপুরের প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণানন্দ ঝা-র মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন।

হেমন্ত সোরেন রবিবার জানিয়েছেন, তিনি কৃষ্ণানন্দ ঝা-এর প্রয়াণের কথা জানতে পেরেছেন। এটা খুবই দুঃখজনক। হেমন্ত সোরেন বলেন, তিনি ছিলেন নম্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর যেন বিদেহী আত্মাকে শান্তি প্রদান করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই কঠিন সময় সহ্য করার শক্তি দেন।

সাংসদদের মধ্যে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ, ব্যাট করলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): সাংসদদের মধ্যে রবিবার অনুষ্ঠিত হল ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। দিল্লির মেজর ধ্যানচাঁদ জাতীয় স্টেডিয়ামে সাংসদদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজিত হয়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান একাদশ বনাম লোকসভা অধ্যক্ষ একাদশ-এর মধ্যে খেলা হয়। ব্যাট করেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, 'আমাদের বেশ কয়েকজন সাংসদ সহকর্মী এখানে এসেছেন। ফিটনেসের মন্ত্র নিয়ে, এই ইভেন্টটি খেলাধুলা হলেও মানুষকে প্রাণশক্তিতে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি সবাই শক্তি নিয়ে খেলবে। আমাদের মন্ত্র "টিবি মুক্ত ভারত" এবং "ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট"। বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'সমস্ত সাংসদ নিজেদের মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতকে যক্ষ্মা মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যক্ষ্মা কলঙ্ক দূর করা উচিত।' উল্লেখ্য, যক্ষ্মা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাংসদদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচে লোকসভা স্পিকার একাদশ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান একাদশকে ৭৩ রানে পরাজিত করেছে।

কোরবায় নির্মীয়মান বাড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু রাজমিস্ত্রির

কোরবা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার ছত্তিশগড়ের কোরবায় একটি নির্মীয়মান বাড়ির তিন তলা থেকে পড়ে গিয়ে এক রাজমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে পালি থানার পুলিশ। জানা গেছে, তিনজন রাজমিস্ত্রি একটি বাড়িতে প্লাস্টারের কাজ করছিলেন। সেসময় হঠাৎই পঞ্চরাম রোহিদাস ওপর থেকে মাটিতে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই ওই মিস্ত্রির মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছয় পুলিশ। কীভাবে তিনি পড়ে গেলেন, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রবিবার আগরতলায় ক্লাসিক্যাল মিউজিক্যাল এন্ড ডান্সের উদ্যোগে এক নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

শ্রীভূমি জেলায় অ্যানকাউন্টার, গুলিবিদ্ধ চুড়াইবাড়িতে পুলিশ-কর্মীহন্তা ফেরার লরিচালক

শ্রীভূমি (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : শ্রীভূমি জেলার ফানাইরবন্দে পুলিশের হেফাজত থেকে পালানোর চেষ্টা করে গুলিবিদ্ধ হয়েছে হিট অ্যান্ড রানে পুলিশ-কর্মীহন্তা পলাতক লরিচালক। গতকাল শনিবার শ্রীভূমি জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া থানাধীন অসম-ত্রিপুরা আন্তঃরাজ্য সীমান্তবর্তী চুড়াইবাড়ি (অসম) পুলিশ ওয়াচপোস্ট এলাকায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মী, যোরহাটের বাসিন্দা উজ্জ্বল বরাকে লরি দিয়ে ধাক্কা মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল চালক।

গতকালই ফেরার লরিচালক চালক ও খালাসি যথাক্রমে ত্রিপুরার বাসিন্দা অভিজিৎ শব্দকর এবং গিয়াস উদ্দিনকে গ্রেফতার করে উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ। গতকাল (শনিবার) রাতে লরিচালক অভিজিৎ শব্দকরকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশের দল তদন্তের জন্য রাতাবাড়ি (অসমের শ্রীভূমি জেলা) থানাধীন দুল্লভছড়ার ফানাইরবন্দ এলাকায় যায়। সেখানে সুযোগ বুঝে পুলিশ অফিসারের হাত থেকে পিস্তল কেড়ে পুলিশের দিকে তাক করে রুখে দাঁড়ায় অভিজিৎ। পুলিশ তাকে কোনওরকমে বোঝানোর চেষ্টা করলে পিস্তল নিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে সে। তখন তাকে রুখতে বাধ্য হয়ে পুলিশ এক রাউন্ড গুলি চালায়। ডান পায়ে গুলিবিদ্ধ হলে মাটিতে পড়ে যায় অভিজিৎ শব্দকর। সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এদিকে ঘাতক লরির খালাশি থানার লকআপে বন্দি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল শনিবার কাকভোরে ত্রিপুরা থেকে ১২ চাকার পণ্য-বোঝাই একটি লরি চুড়াইবাড়ি পুলিশ চেকগেটে আসলে তাতে রুটিন চেকিঙের জন্য সিগন্যাল দেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। সিগন্যাল অমান্য করে পুলিশের ব্যারিক্যাড ভেঙে দ্রুতগতিতে লরি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চালক অভিজিৎ। পালানোর সময় লরিটি ধাক্কা দেয় ইউবি কনস্টেবল উজ্জ্বল বরা নামের পুলিশকর্মীকে।

পুলিশকর্মী উজ্জ্বল বরাকে ধাক্কা মেরে ঘাতক লরি নিয়ে ঝড়ের গতিতে পালানোর চেষ্টা করে চালক। ঘাতক লরিকে ধরতে অন্য একটি গাড়ি নিয়ে তার পিছু ধাওয়া করে চুড়াইবাড়ি এবং রাতাবাড়ি থনার পুলিশ। কিন্তু রাতাবাড়ি থানাধীন দুল্লভছড়ার ফানাইরবন্দ এলাকায় যাওয়ার পর যখন পুলিশ লরির গতিরোধ করে, তখন পুলিশের গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে লরিটি পাশে জমিতে গিয়ে পড়ে। সে সময় সুযোগ বুঝে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় লরিচালক। লরির ধাক্কায় পুলিশের গাড়িটিও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এতে রাতাবাড়ি থানার ওসি বিমল ছেত্রী আহত হয়েছেন।

পরে ঘাতক তথা দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিতে তালাশি করে পুলিশ বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী ভরতি কার্টুনের নীচ থেকে প্রায় দু কোটি টাকার ২০ হাজার মাদক ইয়াবা ট্যা বলেট উদ্ধার করে।

এদিকে হিট অ্যান্ড রানে গুরুতরভাবে আহত উজ্জ্বল বরাকে তড়িঘড়ি পার্শবর্তী বাজারিছড়ায় মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করে শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে তাঁকে রেফার করা হয় শ্রীভূমি অসামরিক হাসপাতালে। শ্রীভূমি থেকে উজ্জ্বলকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পরামর্শ দেন কর্তব্যরত ডাক্তার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিলচর মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন উজ্জ্বল বরা।

জানা গেছে, নিহত পুলিশকর্মী উজ্জ্বল বরা ২০২২ সালে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। আগামী ইংরেজি নতুন বছরে বিয়ে করার কথা ছিল তাঁর। এদিকে মর্মান্তিক এ ঘটনার খবর পেয়ে উজান অসমের যোরহাট থেকে প্রয়াতের পরিবারের লোকজন আজ রবিবার শ্রীভূমি জেলা সদরে এসেছে পৌঁছেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

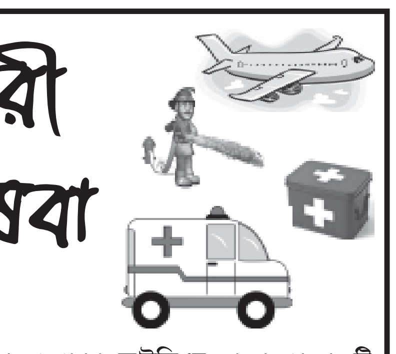

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কমলপুর পিএম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে আগামী ১৭ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে জেলাভিত্তিক বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৫ ডিসেম্বর: কমলপুর পিএম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে আগামী ১৭ ডিসেম্বর শুরু হচ্ছে জেলা ভিত্তিক বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী। কমলপুর পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ে আগামী ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে জেলা ভিত্তিক বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী। চলবে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল, বিশেষ অতিথি হিসাবে নগর পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা,ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত মজুমদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুফুল শুক্লবৈদ্য। রবিবার কমলপুর পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পি এম শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাদশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা মেলার কনভেনার সুফুল শুক্লবৈদ্য। এছাড়া সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির সদস্য তথা কমলপুর দ্বাদশ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেবজিৎ রায়,শিক্ষক পঙ্কজ দেবরায়, দীপঙ্কর দেব।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরো বলেন, আগামী ১৭ ডিসেম্বর একদিন ব্যাপী ধলাই জেলা ভিত্তিক বাল বিজ্ঞান প্রদর্শনী শুরু হচ্ছে। এদিন বেলা ১২টা উদ্বোধন করা হবে। জেলা থেকে মোট ৭০ থেকে ৮০ টি মডেল আসবে। এই জেলা ভিত্তিক বাল বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনীর পাশাপাশি চলবে এক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিবির। শিবিরের বিষয় হলো সুসংহত ও প্রগতিশীল ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান। শিবির থেকে ১জন ও মেলা থেকে পাঁচটি মডেল যাবে আগরতলায় রাজ্য ভিত্তিক প্রদর্শনীতে।

রবিবার রাজ্যের কয়েকটি জেলায় শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): শীতের দাপট অব্যাহত। রাজ্যের একাংশে চলছে শৈত্যপ্রবাহ। উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাপমাত্রার পতন ঘটছে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলির। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, রবিবার পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা থাকছে। আগামী দিনদুয়েক শীতের এই আমেজ বজায় থাকবে। জানা গেছে, রবিবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জানা গেছে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। কুয়াশার দাপট উত্তরবঙ্গে বেশি। সোমবার পর্যন্ত একইরকম আবহাওয়া থাকবে। সোমবারের পর তাপমাত্রায় খানিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে কাশ্মীর, তুষারপাত উপত্যকার কিছু অংশে

শ্রীনগর, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবারও শীতে কাবু কাশ্মীর। শৈত্যপ্রবাহে জবুথবু অবস্থা কাশ্মীরের নানা প্রান্তে। সর্বত্রই হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রা। আপাতত শীত থেকে রেহাই নেই। বরং শীত আরও বাড়তে পারে।

আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। উপত্যকায় আগামী কয়েকদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। কোথাও কোথাও শৈত্যপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। এদিন রাজৌরি জেলার কিছু অংশে রাস্তাঘাট বরফে ঢেকে যায়। তৎপরতার সঙ্গে বরফ পরিষ্কার করার ছবি দেখা গেছে এদিন।

দূষিত দিল্লির বাতাস, রবিতেও ”খারাপ” পর্য্যায়ভুক্ত বায়ুর গুণমান

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): গত মাস থেকেই দিল্লির বাতাসের গুণমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। রবিবারও ব্যতিক্রম হলো না। দূষণে জেরবার দিল্লির বাসিন্দারা। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (সিপিসিবি) তথ্য অনুসারে, এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু এলাকার বাতাস ”খারাপ” পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে।

রবিবার সকালে কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির একাধিক এলাকা। এদিন সকালে দিল্লির বেশ কিছু জায়গায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ২৪৬। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দারা।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকী। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোটা দেশ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শত শত প্রণাম। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণে দেশবাসীর কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

শ্রীভূমিতে বিজয় দিবসের পদযাত্রায় দুই মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক সহ বিশাল জনতা

শ্রীভূমি (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শ্রীভূমিতে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের যুবা বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রালয়ের ব্যবস্থাপনায় এবং রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ তথা শ্রীভূমি জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আকবরপুরে অবস্থিত কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে এই পদযাত্রার সূচনা করা হয়। পদযাত্রাটি সাত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে সুতারকান্দি স্থলবন্দর প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধে বীর সেনানীদের আত্মত্যাগ এবং বিজয়প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে এই দিবস পালন করা হয়েছে। এদিন এই দিবস পালন উপলক্ষ্যে আকবরপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ ইত্যাদি বিভাগের মন্ত্রী নন্দিতা গারলোসা মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সাথে রাজ্যের মীন, পশু পালন ও পশু চিকিৎসা এবং পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, রাজ্য সভার সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম, শ্রীভূমি পৌরসভার সভাপতি রবীন্দ্র চন্দ্র দেব, ডিডিসি দীপক জিডুং, পুলিশ সুপার পার্থ প্রতিম দাস, বিজেপি জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, শ্রীভূমি জেলা এসসি বোর্ডের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস, বিজেপি নেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য,

মত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক অঙ্কনমেধা কৃতি সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ

কৈলাসহর, ১৫ ডিসেম্বর : ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির উদ্যোগে রবিবার ঊনকোটি জেলায় অঙ্কনমেধা কৃতিদের সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে ৮৫ জন অঙ্কন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধিত করা হয়।

এদিন ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির জেলা ভিত্তিক বাৎসরিক অঙ্কনমেধা কৃতি সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির রাজ্য সভাপতি কপিল কান্তি দাস, কৈলাসহর শাখার সভাপতি নির্মল সিনহা, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চন্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সম্পা পাল দাস প্রমূখ। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে ৮৫ জন অঙ্কন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধিত করা হয়। একই সঙ্গে সাংবাদিক ও ঊনকোটি জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও সম্মান জানানো হয়েছে।

সোসাইটির রাজ্য সভাপতি কপিল কান্তি দাস তাঁর বক্তব্যে ত্রিপুরা আর্ট সোসাইটির বৃহৎ কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, শুধু রাজ্যেই নয়, নর্থ ইস্ট অঞ্চলে শিশুদের অঙ্কন শিক্ষা ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাতে সংগঠনটি নিরলস কাজ করে চলেছে।

পোয়াংবাড়ির ভগৎ সিং কলোনি বিদ্যালয়ে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

সোনামুড়া, ১৫ ডিসেম্বর : পোয়াংবাড়ির ভগৎ সিং কলোনি বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য নির্মিয়মান টয়লেটে নিম্নমানের কাজ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঠিকেদারদের নিম্নমানের কাজের জন্য সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ জনগণকে।

উক্ত ঘটনার উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখা গেছে, টয়লেট তৈরির কাজের যে ওয়ার্ক অর্ডার কন্ট্রাক্টর দীপংকর সাহা পেয়েছিলেন, ওই ওয়ার্ক অর্ডারটি কন্ট্রাক্টর ২৮৲ কম দিয়ে বিড করে পেয়েছেন। যেখানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের বিশাল বিশাল ডিগ্রিধারী ইঞ্জিনিয়াররা ইষ্টিমেট করেছেন কাজটি তোলতে লাগবে ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা সেখানে তিনি বলছেন, এই সামান্য কাজে এতো টাকা লাগবেনা। দীপংকর তাদের বলেন ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দিলেই কাজ করে দেবেন। তখন গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সোনামুড়া ডিভিশানের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিবাকর শিলের তরফ থেকে সর্বনিম্ন বিডার হিসাবে কাজের বরাৎ দীপংকর সাহাকেই দেওয়া হয়।

কিন্তু মেলাঘরের সুইমিং পুলের ঘোটালার মতো এই কাজেও দুই নাম্বারি ইট, দুই নাম্বারি চিপ্স লাগিয়ে ৭ লাখ ৭৭ হাজার টাকার কাজকে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

স্থানীয়দের মতে, এইসব নিম্নমানের কাজ ঠিকেদারদের মৌলিক অধিকারে হয়ে গেছে। এইসব কাজে ফাকিবাজ, দূর্ণীতিগ্রস্থ ইঞ্জিনিয়ারদের জন্যই হঠাৎ গজিয়ে উঠা ঠিকেদাররা রাষ্ট্রবাদী সরকারকে আজকের দিনে ঘুনের মত খেয়ে ফেলছে। কিন্তু সব দেখেও ঠুটোঁ জগন্নাথ জনপ্রতিনিধিরা।

শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আপাতত শীত থেকে রেহাই নেই। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী দু থেকে তিনদিন উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে। আগামী দুদিন পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উত্তর প্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

তবে মঙ্গলবারের পর রাজধানীর তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, উত্তর-পশ্চিমী বাতাস বইছে এবং উত্তর ভারতে দক্ষিণ-পূর্বের বাতাস বইবে। বুধবারের মধ্যে দিল্লির তাপমাত্রা সামান্য কিছুটা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন মোহন যাদবের

ভোপাল, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রয়াণবার্ষিকী। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোটা দেশ তাঁকে স্মরণ করছে। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানান, আমি লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। তিনি দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে সংযুক্ত করেছিলেন। বৈচিত্র্যকে শক্তিতে পরিণত করে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছিলেন তিনি। সাংবিধানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের অবদানকেও তুলে ধরেছিলেন তিনি। তাঁর কর্মকাণ্ড সবসময় অনুপ্রেরণা দেবে।

দেশের ঐক্যের প্রতীক লৌহপুরুষের প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): রবিবার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকী। আধুনিক ভারতের স্রষ্টা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে গোটা দেশ তাঁকে স্মরণ করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

তিনি জানান, আমি ভারতের ঐক্যের প্রতীক লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করি এবং শ্রদ্ধা জানাই। সর্দার প্যাটেল জি আধুনিক ভারত গড়ার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতার প্রতি তাঁর নিবেদন ”এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত”-এর শক্তিশালী ভিত স্থাপন করেছিল। তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব এবং দেশ গড়ার দৃঢ় সংকল্প চিরকাল ধ্রুবতারার মতো পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে।

কংগ্রেসের রাজভবন

● প্রথম পাতার পর

আদানিকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সংসদে এই বিষয়ে প্রশ্ন তুললে সংসদ স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এধরনের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে চাইছেন পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ - এর চেয়ারম্যান। ত্রিপুরাতে একই ভাবে বিজেপি সরকার বিভেদ সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। এরই প্রতিবাদে ১৮ ডিসেম্বর আন্দোলন সংঘঠিত করা হবে বলে জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শান্তি রঞ্জন দেবনাথ ও প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য পার্থ আচার্য প্রমুখ।

বাইক ও মালবাহী লরির সংঘর্ষে নিহত এক আহত ২

● প্রথম পাতার পর

নিহত ও আহতদের উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে দুইজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

এদিকে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, বাইক আরোহীরা কলসীরমুখ এলাকা থেকে বাইখোড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো ও মালবাহী ট্রাক বাইখোড়া থেকে জোলাইবাড়ীর দিকে যাচ্ছিলো। মালবাহী ট্রাকটি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জাতীয় সড়কে উল্টে যায়। দুর্ঘটনার পর মালবাহী ট্রাক চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

স্থানীয়রা দুর্ঘটনা সম্পর্কে বাইখোড়া থানার পুলিশকে খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দুর্ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে জানতে তদন্ত শুরু করেছেন।

চলতি বাইকে পুলিশের লাঠি

● প্রথম পাতার পর

চালকও। বর্তমানে উভয়েই জিবি হাসপাতালে চিকিৎসারত।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, চড়িলামের পরিমল চৌমুহনী এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে চেকিংয়ের জন্য বসছে পুলিশ। আজ পুলিশ চেকিংয়ের সময় এক বাইক আরোহী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার মাথায় হেলমেট না থাকায় জনৈক পুলিশ কর্মী দ্রুতগামী বাইকে লাঠির আঘাত করে। এতে চালক ভারসাম্য হারিয়ে অন্যদিকে থেকে আসা বাইসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে আহত হন বাইক চালক সহ বাইসাইকেল চালকও। বাইক চালকের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

পুলিশের এহেন কার্যকলাপে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। চলতি বাইকে লাঠির আঘাত করায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করছেন তাঁরা। আহতদের উদ্ধার করতে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আহতদের বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের অবস্থা গুরুতর দেখে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা মাতাবাড়িতে শিল্পীকে দেখতে আসা লোকজনকে ভিডিও কিংবা ছবি তুলতে দেয়নি, যা ভক্তদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। শিল্পীকে দূর থেকে কেউই ক্যামেরাবন্দি করলেই মোবাইল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তাঁর সঙ্গে থাকা সিকিউরিটি গার্ড। তাতে উপস্থিত জনগণের মধ্যে ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়েছে।

শ্রেয়ার গানের

● প্রথম পাতার পর

অভয়নগর এর দিকে যাচ্ছিল এবং অপরটি অভয়নগর দিকের থেকে ভগবান ঠাকুর চৌমুহনীর র দিকে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

কনভয় থামিয়ে

● প্রথম পাতার পর

রাস্তায় নেমে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নিজের কনভয়ের গাড়ি করে আহত স্কুটি চালক গণেশ দেবনাথকে হাসপাতালে পাঠান। এদিকে, পুলিশের হাতে আটক অভিযুক্ত গাড়ি চালক।

গাড়ি চালককে দুর্ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান, স্কুটি টা হঠাৎ করে এসে ভারসাম্যহীন হয়ে গাড়িতে এসে লেগে যায়। বিশালগড় পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করছে।

আগরতলা, ধর্মনগর ও

● প্রথম পাতার পর

গামারিয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। এই নবনির্মিত দ্বিতল ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, প্রশাসনিক পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে আগরতলার গুর্খাবস্তিতে বহুতল বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের সমস্ত ডাইরেক্টোরেটকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কাজ শুরু হয়েছে। এতে ব্যয় হবে ১৩৪ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। তাছাড়াও ক্রীড়াবিদদের মৌলিক সমস্যার সমাধান করে ক্রীড়া পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। তিনি বলেন, নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। যুব সমাজকে নেশার কবল থেকে রক্ষা করতে পারে খেলাধুলা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যের আগরতলা, ধর্মনগর ও উদয়পুরে তিনটি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলা হবে। জনজাতি এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিক্স, হকি, সুইমিং সহ বিভিন্ন ইভেন্টে যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোচের অভাব না হয় সেদিকেও সরকার নজর রেখেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম, উদয়পুরের চন্দ্রপুর স্কুল মাঠ, জিরানীয়া, মোহনপুর, খোয়াইয়ে সিন্থেটিক টার্ফ ফুটবল মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, আজ যে সমস্ত প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে তা আগামীদিনে উদয়পুরবাসীর দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করবে। রাজ্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে কাজ শুরু হয়েছে তা আগামীদিনেও অব্যাহত থাকবে। অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতে আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। রাজ্য সরকারও জেলাগুলিতে আধুনিক ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। শিলান্যাস ও দ্বারোদঘাট উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, পরিবহণ দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা।

ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিট

● আটের পাতার পর

প্রত্যেক একক বিজয়ী ও দলগত বিজয়ী দের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সব শেষে খেলা- ধূলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন, পুষ্পরাজ ক্লাবের সভাপতি মকবুল আলী।

মেগা আইনি শিবির অনুষ্ঠিত

● আটের পাতার পর

জেলা ও মহকুমা প্রসাশন।শিবিরে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের স্টল খোলা হয়।

এই দপ্তর থেকে এস সি/এস টি/ও বি সি/ম্যারেজ/পি আর টি সি/ইত্যাদি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।১৯টাসরকারী দপ্তরের স্টল খোলা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা দায়রা জজ সুদীপ্তা চৌধুরী ও অন্য জজ গন ছিলেন জেলা শাসক দীলিপ চাকমা ওএস ডি এম প্রদীপ সরকার। শিবিরে আঁধার কার্ড এর এনরোলমেন্ট করা হয়।ডি আই সি থেকে ই রিক্সার প্রদান করা হয় কয়েক জন কে।

জাতীয় স্কুল গেমস বালিকাদের অনূর্ধ ১৭ জুডো আসর সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুনভাবে সম্পন্ন হয়েছে জাতীয় স্কুল গেমস বালিকাদের অনূর্ধ ১৭ যদু চ্যাম্পিয়নশিপ। সামগ্রিকভাবে দলগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গুজরাট রানার্স আপ খেতাব পেয়েছে মহারাষ্ট্র এ দল আয়োজক ত্রিপুরা পেয়েছে তৃতীয় স্থান। আজ রবিবার বিকেলে এনএসআরসির জিমনাসিয়ামে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার সমাপ্তি তথা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। অনূর্ধ ৩৬ কেজি বিভাগে মহারাষ্ট্রের স্নেহাল ধোরে স্বর্ণ, দিল্লির কনক তোকাশ রৌপ্য, তামিলনাড়ুর সওমিয়া ভি এবং গুজরাটের তাবিয়া প্রীতিবেন ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অনূর্ধ ৪০ কেজি বিভাগে রাজস্থানের তানিয়া রাঠোর স্বর্ণ, ছত্রিশগড়ের হেমবতি নাগ রৌপ্য, ত্রিপুরার ঝুমা আক্তার ও হিমাচল প্রদেশের কৃতিকা সোনি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অনূর্ধ ৪৪ কেজি বিভাগে গুজরাটের মাকওয়ানা দিব্যাবেন স্বর্ণ, পশ্চিমবঙ্গের স্মিতা পাল রৌপ্য, হিমাচল প্রদেশের অঙ্কিতা ঠাকুর ও ত্রিপুরার ইন্দ্রানী দাস ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

অনূর্ধ ৪৮ কেজি বিভাগে ত্রিপুরার তানিয়া দাস স্বর্ণ, মধ্যপ্রদেশের ভাবনা জোশি রৌপ্য, দিল্লির জীবিকা তোকাশ ও হরিয়ানার খুশী কুমারী ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অনূর্ধ ৫২ কেজি বিভাগে গুজরাটের চৌধুরী ধ্রুভি স্বর্ণ, ত্রিপুরার ধিরিং চাকমা রৌপ্য, পশ্চিমবঙ্গের জিনিয়া এলিজা সর্দার ও মনিপুরের মইরাং মায়ুম লাভলী দেবী ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

অনূর্ধ ৫৭ কেজি বিভাগে মহারাষ্ট্রের শ্রাবণী ডাইক স্বর্ণ, গুজরাটের দরজাদা খুশবু রৌপ্য, উত্তরপ্রদেশের লাগান লক্ষকর ও হরিয়ানার সৃষ্টি সৃষ্টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। অনূর্ধ ৬৩ কেজি বিভাগে মনিপুরের আঁতুবি ইয়াংলেন স্বর্ণ, কর্নাটকের সাঞ্জনা শেঠ রৌপ্য, পাঞ্জাবের জেসনা আহুজা ও সেন্ট্রাল বোর্ডের লাবনীত মালিক ব্রোঞ্জ; অনূর্ধ ৭০ কেজি বিভাগে পাঞ্জাবের হার্নোর কৌর স্বর্ণ, হরিয়ানার দীক্ষা রৌপ্য, চন্ডিগড়ের জয়শ্রী ও গুজরাটের মেনিয়া বানিতবেন ব্রোঞ্জ; ৭০ ততোর্ধ কেজি বিভাগে হরিয়ানার রাধিকা স্বর্ণ, চন্ডিগড়ের দীবংশী রৌপ্য, কেরালার অবিরামি ও পাঞ্জাবের হরপুনিত কৌর ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অলিম্পিয়ান পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা পাইমং মগ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাতী ও জনজাতির লোকপ্রিয় বিভিন্ন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চার দিনব্যাপী জাতীয় স্কুল গেমসের এই আসরে অন্য মাত্রা বয়ে এনেছে।

অনূর্ধ-১৯ কোচ বিহার ট্রফি ক্রিকেটে পন্ডিচেরীর বিরুদ্ধে চাপে ত্রিপুরা

পন্ডিচেরী-৩৬৪ ত্রিপুরা-৮৯/২

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চাপে ত্রিপুরা। গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশীপ নির্ণায়ক ম্যাচে। তবে সোমবার তৃতীয় দিনে ব্যাটসম্যান-রা যদি নিজেদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারে তাহলেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে। নতুবা অধরা থেকে যাবে। অনূর্ধ-১৯ কোচবিহার ট্রফি ক্রিকেটের গ্রুপ ফাইনাল ম্যাচে। পন্ডিচেরীর সি এ পি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পন্ডিচেরীর গড়া ৩৬৪ রানের জবাবে ত্রিপুরা দ্বিতীয় দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান করে। এখনও ২৭৫ রানে পিছিয়ে রয়েছে রাজ্যদল। স্বাগতিক দলের রাঘবন ১৫০ রান করেন। প্রথম দিনের তিন উইকেটে ২৩৩ রান নিয়ে খেলতে নেমে স্বাগতিক পন্ডিচেরীর ইনিংস শেষ হয় ৩৬৪ রানে। রাঘবন এবং প্রসিদ রামপর স্বাগতিক দলকে বড় স্কোর করাতে মুখ্য ভূমিকা নেন শ্রুজন পস্বান। রাঘবন ৩০৪ বল খেলে ১৮ টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫০ রান এবং প্রসিদ রাম ২১৬ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২ রান করেন। চতুর্থ উইকেটে দুইজন ৪৫২ বল খেলে ২০৩ রান যোগ করে পন্ডিচেরীকে বড় স্কোর গড়ার দিকে নিয়ে যান। এছাড়া দলের পক্ষে স্রুজন ১০৬ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, শিবা সুভাষ ৩৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ এবং হারিস আটানব্বই বল খেলে ২৪ রান করেন। পন্ডিচেরী ১৪১.৩ ওভার ব্যাট করে ৩৬৪ রান সংগ্রহ করে। ত্রিপুরার পক্ষে শুভজিৎ দাস ৬৮ রানে তিনটি, অর্কজিৎ রায় ৫২ রানে এবং রোহন বিশ্বাস ৫৩ রানে দুটি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেবে শুরুতেই উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় ত্রিপুরা। ব্যক্তিগত কোন স্কোর করার আগেই মাঠ ছাড়ে শঙ্খনীল সেনগুপ্ত। ব্যর্থ হয়েছেন অর্কজিৎ পালও (৯)। ওই অবস্থায় রুখে দাঁড়ায় ওপেনার দ্বীপজয় দেব এবং দেবাংশু দত্ত। ঠান্ডা মাথায় বিপক্ষের যাবতীয় বোলিং আক্রমণ মোকাবেলা করে শেষ পর্যন্ত দিনের শেষে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরা ৩৬ ওভার ব্যাট করে ২ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান করে। দ্বীপজয় ১১৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ রানে এবং দেবাংশু ৮৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ রান করে অপরাজিত থেকে যায়।

রাজ্যভিত্তিক জুনিয়র টেনিস স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে আজ, রবিবার সকাল ৯ টায় শুরু হয়েছে এক দিবসীয় রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ এবং সকালে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি বিধান রায়, উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি প্রণব চৌধুরী, তড়িৎ রায়, সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ্ম সম্পাদক অরূপ রতন সাহা, কোষাধ্যক্ষ মৃন্ময় সেনগুপ্ত প্রমুখ। রাজ্য ভিত্তিক জুনিয়র টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বালিকা বিভাগে সেমিফাইনালে ঋত্বিকা দাস, অভিশিক্তা চৌধুরীকে ৭ - ১ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠে এবং অপর সেমিফাইনালে অভীপ্সা রায় সুমেধা ওঝাকে ৭ - ০ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। বালক বিভাগে সেমিফাইনালে সৃজন পুরকায়স্থ আংশ্লা দেববর্মাকে ৭ - ২ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠে এবং অপর সেমিফাইনালে তুইজিলাং দেববর্মা, এরণ চক্রবর্তীকে ৭ - ০ পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।

বিকাল আড়াইটা থেকে শুরু হয় বালক বালিকা দুই বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ। বালিকা বিভাগে ঋত্বিকা দাস অভীপ্সা রায়কে ৮ - ২ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় এবং বালক বিভাগে তুইজিলাং দেববর্মা সৃজন পুরকায়স্থকে ৯ - ০ পয়েন্টে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

বিকাল সাড়ে তিনটায় হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সংস্থার সকল কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

উল্লেখ্য, আগামী রবিবার ২২ ডিসেম্বর, একই উদ্যোগে ৫ম অরুন কান্তি ভৌমিক স্কুল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ জাঁকজমক ভাবে সুসম্পন্ন হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন সাধারন সম্পাদক সুজিত রায়।

বৃষ্টিভেজা ব্রিসবেনে অধিনায়কের আশায় জল ঢাললেন বুমরা, সিরাজেরা

সারা দিন বৃষ্টি। প্রথম সেশনে ১৩.২ ওভারের বেশি খেলা হয়নি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেশনে হল না একটি বলও। কিন্তু সারা দিনে ভারতীয় বোলারদের করা ওই ১৩.২ ওভারই চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিল। যে কারণে অধিনায়ক রোহিত শর্মা টস জিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা সফল হল না। যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজেরা অধিনায়কের আশায় জল ঢেলে দিলেন।

টস জিতে রোহিত বলেন, “আমরা বল করব। আকাশ মেঘলা, পিচে ঘাস রয়েছে। মাটি একটু নরম রয়েছে মনে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি কাজে লাগাতে চাই।” অর্থাৎ, নতুন বলে আবহাওয়া কাজে লাগিয়ে উইকেট তুলে নিতে চেয়েছিলেন রোহিত। কিন্তু অধিনায়কের সেই আশা পূরণ হল না। ১৩.২ ওভার খেলা হয়ে গেল নতুন বলে। আকাশ দীপ যখন অষ্টম ওভারে বল করতে এলেন তখন ধারাভাষ্যকারেরা বলছিলেন, “নতুন বলটা আকাশের হাতে তুলে দিতে পারত রোহিত। সিরাজ সে ভাবে কাজে লাগাতে পারল না নতুন বলটা।” আসলে বাংলার পেসার বল করতে আসার পরেই কিছুটা চাপ তৈরি করতে পারল ভারত। তার আগে মেঘলা আকাশ এবং পিচে ঘাস থাকতেও সুইং প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না।

বুমরা, সিরাজ নতুন বলে শুরু করেছিলেন ভারতের হয়ে। সেটাই স্বাভাবিক। অভিজ্ঞ দুই পেসারের হাতেই তো বল তুলে দেবেন অধিনায়ক। কিন্তু বুমরা এক দিক থেকে কিছুটা চাপ তৈরির চেষ্টা করলেও সিরাজ ব্যর্থ। ৪ ওভারে ১৩ রান দিলেন তিনি। বলের লেংথ ভুল করছিলেন। ষষ্ঠ ওভারে বৃষ্টির কারণে খেলা বন্ধ হয়েছিল। সাজঘরে ফিরতেই সাপোর্ট স্টাফদের দেখা যায় বোলারদের বোঝাতে। গৌতম গম্ভীরেরা বোঝাতে শুরু করেন কোন লেংথে বল করতে হবে। ভাগ্যিস খেলা বন্ধ হয়েছিল, না হলে তো জলপানের বিরতির আগে ভারতীয় বোলারদের লেংথ ঠিক করাই যেত না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ব্রিসবেনে কোন লেংথে বল করতে হবে তা ম্যাচ খেলতে নামার আগে কি বলা হয়নি বুমরা, সিরাজদের?

ব্রিসবেনে বাউন্স বেশি। যে কারণে ফুল লেংথে (উইকেটের দিক থেকে ৪ থেকে ৬ মিটার) বল করা উচিত। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সুনীল গাওস্কর, হরভজন সিংহদের মতো ক্রিকেটারেরা অবাক হয়ে যাচ্ছিলেন বুমরাদের গুড লেংথে (উইকেটের দিক থেকে ৬ থেকে ৮ মিটার) বল করতে দেখে। সিরাজদের ভুল করতে দেখে বার বার সে কথা বলতে থাকেন তাঁরা। হরভজনেরা যে ঠিক বলছিলেন সেটা প্রমাণ হয়ে যায় বৃষ্টি থামার পর খেলা শুরু হতেই। দেখা যায় বুমরা, সিরাজেরা ফুল লেংথে বল করতে শুরু করেছেন। তাতেই সমস্যা তৈরি হয় অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ওপেন করতে নামা উসমান খোয়াজা এবং নাথান ম্যাকসুইনির। আকাশ বরং অষ্টম ওভারে প্রথম বল করতে এসেই ফুল লেংথে বল করা শুরু করলেন। তিনি দু’দিকেই সুইং করাচ্ছিলেন বল। আকাশকে সামলাতে সমস্যায় পড়েন খোয়াজারা। দেখে খেলছিলেন তাঁকে। যে কারণে ৩.২ ওভারের মধ্যে দু’টি ওভার মেডেন দিয়েছেন আকাশ। প্রথম দিনের শেষে মাত্র ২ রান দিয়েছেন বাংলার পেসার। বল কিছুটা পুরনো হয়ে গিয়েছে। ফলে নতুন বলে অধিনায়ক যে সুবিধা নেওয়ার কথা বলেছিলেন, তা আর সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় বোলারেরা সঠিক লেংথে বল করে কত তাড়াতাড়ি অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের উইকেট নিতে পারেন, সে দিকেই নজর থাকবে সমর্থকদের। টসের সময় রোহিত বলছিলেন, “আমাদের জন্য খুব বড় ম্যাচ এটা। আমাদের উপর যে প্রত্যাশা রয়েছে সেটা পূরণ করার চেষ্টা করব। ভাল ক্রিকেট খেলব। আগের ম্যাচে আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি। সেই কারণে হেরেছি। এ বারের ম্যাচে সেটা করলে চলবে না। সকলে তৈরি মাঠে নামার জন্য।”

অ্যানিমেটর ক্রিকেট ক্লাব ও জেআরসি-র প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অ্যানিমেটর ক্রিকেট ক্লাব এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও বিনোদনের উদ্দেশ্যে একদিনের জন্য মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন অনুষ্ঠানে আনন্দ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুই পক্ষের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ডি নগরস্থিত মাতৃপল্লী গ্রাউন্ডে বেলা ১১টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে অ্যানিমেটর ক্রিকেট ক্লাব প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৪ উইকেটে ১৭৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ওভার ফুরিয়ে যায়। খেলায় দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্সের সুবাদে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে রণদীপ পাল, সেরা বোলার হিসেবে পলাশ কর্মকার এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসেবে সমীর ভৌমিককে সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। অ্যানিমেটর ক্রিকেট ক্লাবের হয়ে রাজিব বণিক, পলাশ কর্মকার, সমীর ভৌমিক, বিজয় দাস, রণদীপ পাল, সবুজ মিয়া, কৌশিক সমাজপতি, বাসু দাস, মান্না, আবির শীল, প্রসেনজিৎ সাহা, সোনাই যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে সুব্রত দেবনাথ, মেঘধন দেব, মৃদুল চক্রবর্তী, জাকির হোসেন, মনোজিৎ দাস, মিলটন ধর, দিব্যেন্দু দে, অনির্বাণ দেব, বিষ্ণুপদ বনিক, তাপস দেব, দেবজিৎ দেবনাথ, প্রভু চক্রবর্তী, রাজেশ রায় দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সম্পাদক অভিষেক দে, অ্যানিমেটর-এর প্রোপ্রাইটর কৌশিক সমাজপতি প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। জে.আর.সি-র পক্ষ থেকে কৌশিক সমাজপতিকে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক অভিষেক দে এবং অ্যানিমেটর-এর কৌশিক সমাজপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আম্পায়ার রাহুল ঘোষ ও টুটু বসাককে আয়োজকদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

কৈলাশহরে ব্লক স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি,কৈলাসহর। ভারত সরকারের নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরার সহায়তায় এবং পুষ্পরাজ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত দুদিন ব্যাপী ব্লক স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হল রবিবার। এদিন কৈলাসহরের ইয়াজেখাওড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, চারশ মিটার রান ইত্যাদি। এছাড়াও গতকাল প্রতিযোগিতার প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের শটপুট থ্রো, টাগ অফ ওয়ার বা দড়ি টানা দলগত। রবিবার বিকেলে ইয়াজে খাওরা স্কুল মাঠে দুদিন ব্যাপী খেলার সমাপ্তি হয়। প্রত্যেক একক বিজয়ী ও দলগত বিজয়ীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সব শেষে খেলা ধূলার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন পুষ্পরাজ ক্লাবের সভাপতি মকবুল আলী। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতাকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে লক্ষ্য করা গুলো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা।

অনূর্ধ-২৩ : ঋতুরাজের সেঞ্চুরি বিফলে হিমাচলে পরাজয় দিয়ে সূচনা ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-২৮৫/৭ হিমাচল প্রদেশ- ২৮৮/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঋতুরাজ ঘোষ রায়কে ছাপিয়ে গেলেন আর্য্যব্রত শর্মা। ত্রিপুরার গড়া বড় স্কোরের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করে জয় এনে দিলেন হিমাচল প্রদেশকে। পরাজয় দিয়ে আসর শেষ করলো ত্রিপুরা। বরোদাতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-২৩ একদিবসীয় ক্রিকেটে। ওই রাজ্যের মিতবাগ ক্রিকেট মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হিমাচল প্রদেশ ৭ উইকেটে পরাজিত করে ত্রিপুরাকে। ত্রিপুরার গড়া ২৮৫ রানের জবাবে হিমাচল প্রদেশ ৪৭ ওভার ব্যাট করে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রযোজনীয় রান তুলে নেয়। ত্রিপুরার ঋতুরাজ ঘোষ রায় ১১২ রান এবং হিমাচল প্রদেশের আর্য্যব্রত ১২১ রান করে অপরাজিত থেকে যান। রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে ওপেনার ঋতুরাজ ঘোষ রায়ের চোখ ঝলসানো শতরানের বড় স্কোর গড়লো ত্রিপুরা, ঋতুরাজের পাশাপাশি ত্রিপুরাকে পাহাড় সমান রান গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন সেন্টু সরকার এবং দুর্লভ রায়। এই ত্রয়ীর দাপটে ত্রিপুরা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৮৫ রান করে ঋতুরাজ ১৩২ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১১২ রান করেন। আসরের প্রথম ম্যাচে শত রান করে ঋতুরাজ বুঝিয়ে দেন কতটা তৈরি হয়ে সে অংশ নিয়েছে আসরে। ত্রিপুরার হয়ে উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান সেন্টু সরকার ৬৬ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬, দুর্লব রায় ৩৮ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, আনন্দ ভৌমিক ৩৫ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩ এবং ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ ১৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করেন। দ্বিতীয় উইকেটে সেন্টু সরকারের সঙ্গে ১৩৯ বল খেলে ১১১ রান যোগ করেন ঋতুরাজ। হিমাচল প্রদেশের পক্ষে কৌশল পাল ৪ রানে এবং মোহাম্মদ জে সোহারব ৪৬ রানে দুটি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ত্রিপুরার বিশাল স্কোরের সামনে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় হিমাচল প্রদেশ একসময় মাত্র ১৩ রানে দুই উইকেট হারিয়ে দল ছিল খাদের কিনারায়। ওই অবস্থায় আর্য্যব্রত-র সঙ্গে রুখে দাঁড়ান দলনায়ক মৃদুল সুরোচ। ওই জুটি কড়া প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। তৃতীয় উইকেটে ওই জুটি ১৫৩ বল খেলে ১৪৬ রান যোগ করে দলকে জয়ের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেন। মৃদুল ৮৮ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৮ রান করে আউট হয়েছেন। এর পর আর্য্যব্রত-র সঙ্গে রুখে দাড়ান আমনপ্রীত সিং। শুরু হয় কাউন্টার অ্যাটাক। শেষ পর্যন্ত ওই জুটি অবিচ্ছিন্ন থেকে দলকে জয় এনে দেন ৩ ওভার খেলা বাকি থাকতে। আর্য্যব্রত ১২০ বল খেলে ৯ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২১ রানে এবং আমনপ্রীত ৬২ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। ত্রিপুরার পক্ষে সন্দীপ সরকার ৫৭ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। ১৭ ডিসেম্বর ত্রিপুরার দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বিদর্ভ।

উদয়পুরে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয়া দাবা আসর শুরু ১৭ ডিসেম্বর

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ১৭ ডিসেম্বর গোমতী জেলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে ২২ তম উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হতে যাচ্ছে।

এদিন দাবা প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও প্রতিবাদ দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। এছাড়াও থাকবেন বিধায়ক অভিষেক দেবরায় এবং উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। প্রতিযোগিতা চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।এই টুর্নামেন্টে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্য থেকে প্রায় ৩০০ দাবারু অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন গোমতী জেলা দাবা এসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ কুমার রায়। রবিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদীপ বাবু বলেন সর্বভারতীয় দাবায় এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই টুর্নামেন্ট পরিচালনা করার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে মোট ১০৫ টি ট্রফি দেওয়া হবে।

টুর্নামেন্টের শেষ দিনে অর্থাৎ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের যুব কল্যাণ দপ্তরের মধ্যে সুশান্ত চৌধুরী। এছাড়াও থাকবেন রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, অভিষেক দেবরায় জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রদীপ দেবনাথ, সারা ভারত দাবা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নীতির নারায়ণন, সম্পাদক দেব এ পেট্রাপ, উত্তর পূর্বাঞ্চল দাবা এসোসিয়েশনের সভাপতি কে.এম ভার্জারি।এদিনের মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন গোমতী জেলার সভাধিপতি দেবল দেবরায়।দাবা প্রতিযোগিতার এই মহাযজ্ঞে উত্তর পূর্বাঞ্চলের এবং দেশের সমস্ত অতিথিদের থাকা এবং খাওয়ার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

বিজয় দিবস উপলক্ষে আসাম রাইফেলস ময়দানে ম্যারাথন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস। আর এই বিজয় দিবসকে সামনে রেখে প্রতিবছরের মতো এবারও রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে নানা কর্মসূচি। গৃহীত কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার আসাম রাইফেলস ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় তিনটি বিভাগে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা। তাতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে।

প্রতিযোগিতার ২১ কিঃমি হাফ ম্যারাথনে প্রথম গান্ধীগ্রাম প্লে সেন্টারের আকাশ বর্মন পেলেন নগদ একুশ হাজার টাকা, দ্বিতীয় আসাম রাইফেলসের কাহিতু আচুমি পেলেন প্রাইজমানি ১১০০০ টাকা, তৃতীয় আসাম রাইফেলসেরই রামপাল পেলেন পুরস্কার মানি পাঁচ হাজার টাকা। দশ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম অরুন্ধতীনগর প্লে সেন্টারের নিশান্ত মজুমদার এগার হাজার টাকা, দ্বিতীয় আসাম রাইফেলসের বেড়ুজি পি বাডাও ৫০০০ টাকা এবং তৃতীয় আসাম রাইফেলসের দীপক ভাগলি ৩০০০ টাকা। পাঁচ কিমি দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে নবগ্রাম প্লে সেন্টারের প্রীতম দেব, আসাম রাইফেলসের সমীর কাগজিয়া ও সুহরম বড়ুয়া।

‘শচীন আমার জন্য সব করেছে’, অসুস্থতা নিয়ে মুখ খুললেন কাম্বলি

দিন কয়েক আগে ভাইরাল হয়েছিল শচীন ও কাম্বলির একটি ভিডিও। যেখানে মাস্টার ব্লাস্টারের হাত ধরে টানছেন তাঁর বন্ধু ও প্রাক্তন সতীর্থ। যা দেখে মনে হচ্ছিল কাম্বলি গুরুতর অসুস্থ। সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই প্রাক্তন তারকার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন কপিল দেব, গাভাসকররা। এবার অসুস্থতা নিয়ে মুখ খুললেন খোদ বিনোদ কাম্বলি। জানালেন, শচীন তাঁর জন্য অনেক কিছু করেছেন।

দুজনের উত্থান প্রায় একই সময়ে। এক সময়ে বিশ্লেষণ চলত প্রতিভার বিচারে দুই বন্ধুর মধ্যে কে এগিয়ে? কিন্তু সময়ের ধারাপাতে শচীন হয়ে গিয়েছেন কিংবদন্তি। আর রমাকান্ত আচরেকরের আরেক ছাত্র ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছেন। মদ্যপান থেকে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন, কাম্বলির পতনের জন্য অনেক কারণকেই দায়ী করা হয়। যদিও দুজনের বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে। আবার একটা মহলের অভিযোগ, কাম্বলিকে আরও সাহায্য করা উচিত ছিল শচীনের।

অবশেষে নিজের অসুস্থতা নিয়ে মুখ খুললেন কাম্বলি। তিনি জানিয়েছেন, প্রস্রাবের সংক্রমণে ভুগছেন তিনি। এমনকী মাসখানেক আগে অজ্ঞানও হয়ে যান। তবে আপাতত সুস্থ আছেন। তিনি বলেন, “আমি এখন অনেকটাই ভালো আছি। আমার স্ত্রী দেখভাল করছেন। আমাকে তিনটি আলাদা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার পরিবার প্রতিমূহূর্তে সাহস দিতে থাকে যে, আমাকে ভালো হয়ে উঠতেই হবে। আমি রিহ্যাবে যেতেও তৈরি। আমি কোনও কিছুকেই ভয় পাই না। পরিবারের সবাই আমার পাশে আছে।”

আর শচীন? তিনি কি কাম্বলির খারাপ সময়ে পাশে ছিলেন? ছোটবেলার বন্ধুর অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছেন কাম্বলি। তিনি বলছেন, “একসময়ে আমার মনে হত, শচীন আমাকে সাহায্য করেনি। খুব হতাশায় ভুগতাম।

কিন্তু শচীন আমার জন্য সব করেছে। ২০১৩-য় আমার দুটো সার্জারির পুরো টাকা ও দিয়েছিল। যখনই আমার কথা বলি, ছোটবেলার বন্ধুত্বের কথা মনে পড়ে।” শুধু চিকিৎসার সময়, ক্রিকেট নিয়ে বহু পরামর্শ দিয়েছেন শচীন। সেকথাও জানিয়েছেন কাম্বলি।

রক্তদান সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনস্বীকার্য উদাহরণ ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। অ্যাসোসিয়েশন অব সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার্স অব ত্রিপুরা (এএসএসইটি)-র বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন উপলক্ষে আজ সুকান্ত একাডেমিতে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু বলেন, রক্তদান শুধুমাত্র একটি দান নয়। রক্তদানের মাধ্যমে মানুষের জীবনের অন্তনির্হিত মূল্য ও মর্যাদাকেও স্বীকার করা হয়। এই রক্তদান সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনস্বীকার্য্য উদাহরণ।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু এই রক্তদান শিবির আয়োজন করার জন্য এএসএসইটিকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন এবং আশা প্রকাশ করেন আগামীদিনে এই ধরণের কর্মসূচির আরও আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত গ্রহীতা যেমন উপকৃত হয় তেমনি রক্তদাতাও উপকৃত হয়। তিনি ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে রাজ্যব্যাপী রক্তদাতাদের একটি সামগ্রিক তালিকা তৈরি করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এতে প্রয়োজনের সময় দুষ্প্রাপ্য গ্রুপের রক্ত পেতে সহায়ক হবে বলে রাজ্যপাল আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সচিব সন্দীপ আর রাঠোর, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি ইঞ্জিনীয়ার পি সরকার ব্যানার্জি, অ্যাসোসিয়েশন অব সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ার্স অব ত্রিপুরার সম্পাদক সোনারঞ্জন দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এএসএসইটি”র সভাপতি ইঞ্জিনীয়ার মিহিরকান্তি গোপ।

বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের এক দিবসীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১৫ ডিসেম্বর ।। আজ শিবনগরস্থিত আমরা বাঙালী দলের পঞ্চ শাখার অঙ্গ হিসেবে বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের পক্ষ থেকে একদিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলন সম্পন্ন হয়। বাংলা ভাষা, কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ও ১০০ শতাংশ কর্মসংস্থানের দাবীতে এই রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাঙালী ছাত্র যুব সমাজের সচিব রামকৃষ্ণ শীল বলেন গেরুয়া সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর ঘোষণা দেন এই রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে।সেই লক্ষ্যে আমরা দেখলাম বিপ্লব দেবের আমল থেকেই গাঁজা উৎপাদন বন্ধ করার জন্য ও বহিঃ রাজ্যে গাঁজা যাতে না যেতে পারে তার জন্য ধর পাকড় শুরু হয়।

পাশাপাশি নেশামুক্ত রাজ্য গড়ার অঙ্গীকার দিয়ে রাজ্যের যুব সমাজকে ও রাজ্যবাসীকে ধ্বংস করার জন্য রাজ্যের স্কুল কলেজ অফিস কাছারির ও বড় বড় বাজার সংলগ্ন সব জায়গায় ইংলিশ মদের কাউন্টার খোলার ছাড়পত্র দেয়। পার্টির সমর্থক ও রাজ্যের জনগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যরাও মদের কাউন্টার খোলার ছাড়পত্র বাগিয়ে নেয়।আজ এই কয়েক বছরে পূর্বতন বাম সরকারকে ডিঙিয়ে কয়েক গুণ নেশার স্বর্গ রাজ্যে পরিণত করে।

আজকের এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে সংগঠন। দাবিগুলো হল:-১) বাংলা ভাষা প্রেমী বাঙালীদের দীর্ঘ দিনের আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা দিয়েছে। তাই বাংলা ভাষাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য রাজ্যের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা সহ অফিস কাছারিতে বাংলা ভাষা সহ স্থানীয় ভাষাকে সরকারি কাজে ব্যবহার করতে হবে।২) রাজ্যের কাঁচামালকে কাজে লাগিয়ে প্রতি ব্লকে ব্লকে ১০০ শতাংশ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) রাজ্যকে নেশা মুক্ত ও মানব পাচার বন্ধের জন্য কঠোর ভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা করতে হবে।৪)নারী ধর্ষণ কারীদের ও নারী নিৰ্যাতন কারীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিট সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ ডিসেম্বর।। ভারত সরকারের নেহেরু যুব কেন্দ্র উত্তর ত্রিপুরা এর সহায়তায় এবং পুষ্পরাজ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ১৪-১৫ ডিসেম্বর দু, দিন ব্যাপী ’ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিট’ সম্পন্ন হয় ১৫ ডিসেম্বর। ১৫ ডিসেম্বর কৈলাসহরের ইয়াজেখাওড়া স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, চারশ মিটার রান ইত্যাদি। এছাড়াও ১৪ ডিসেম্বর মহিলাদের শটপুট থ্রো, টাগ অফ ওয়ার বা রশি টানা দলগত সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার বিকেল ৪ টায় ইয়াজে খাওরা স্কুল মাঠে দুদিন ব্যাপী খেলার সমাপ্তি হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতির আক্রমণ রুখতে প্রশাসনের কার্যকরি ভূমিকার দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ ডিসেম্বর।। এলাকায় হাতির আক্রমণ রুখতে শুধু প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, অনতিবিলম্বে প্রশাসনকে কার্যকরী এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শনিবার রাতে উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্যহাতি তাণ্ডবের পরিপ্রেক্ষিতে এমনটাই দাবি এলাকার দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শনিবার শেষ রাতে উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্যহাতি তাণ্ডবে একাধিক প্রান্তিক কৃষকের সব্জি ক্ষেতগুলো প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্য হাতির আক্রমণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে হাতির আক্রমণ আক্রান্ত বিভিন্ন এলাকার সাধারণ জনগণকে। এছাড়াও একাধিক বাড়িতে হাতি রাতের আঁধারে আক্রমণ সংঘটিত করে প্রচুর পরিমাণে ধান খেয়ে নষ্ট করার পাশাপাশি অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রীও ক্ষতি করেছে।

শনিবার রাতের ঘটনার পর এই বিষয়ে এলাকার একাধিক মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বিগত প্রায় ১০ থেকে ১৫ বছর যাবত এই হাতির সমস্যা নিরন্তর ভাবে বেড়ে চলেছে।

তাদের কথায়, প্রশাসন থেকে একাধিকবার এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু বাস্তবিক অর্থে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। একই এলাকার মিন্টু ভৌমিকের দু-দুটি গবাদি পশু প্রায় বছর খানেক আগে হাতির আক্রমণের শিকার হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার পর এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার উপস্থিতিতে বন দপ্তরের কর্তারা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা করেছিলেন। তবে ক্ষতিগ্রস্ত মিন্টু বাবুর দাবি হচ্ছে, প্রায় এক বছর হতে চললেও শুধু আশ্বাস মিলেছে, ক্ষতিপূরণ এখনো পান’নি।

সংবাদ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এলাকার জনগণ দাবি জানান, হাতির আক্রমণে হওয়া ক্ষতি রুখতে শুধু প্রতিশ্রুতি দিলে হবে না, বরং অনতিবিলম্বে প্রশাসনকে কার্যকরী এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ধর্মনগরের গ্রিন ভ্যালি বিদ্যালয়ে সপ্তম বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৫ ডিসেম্বর।। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত জল রোড গ্রিন ভ্যালি বিদ্যালয়ে আজ, সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে সপ্তম বিজ্ঞানভিত্তিক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

গ্রিন ভ্যালি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২২ বছর পূর্ণ করেছে এবং সপ্তমবারের মতো বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। বিদ্যালয়ের নার্সারি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীলতা তুলে ধরতে আয়োজিত এই প্রদর্শনী ছিল অত্যন্ত প্রাণবন্ত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রদর্শিত বিজ্ঞান মডেল ও প্রজেক্টগুলি ঘুরে দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেন। তিনি শিশুদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের গান গেয়ে শোনান এবং কবিতা আবৃত্তি করেন। এমন প্রাণবন্ত পরিবেশে শিক্ষার্থীরাও উৎসাহিত হয়ে তাদের প্রতিভা তুলে ধরেছে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

অধ্যক্ষ বলেন, এমন এক উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের পথকে আরো প্রসারিত করবে এবং শিক্ষা ও সৃজনশীলতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। শিশুদের এখন থেকেই অঙ্কন বিজ্ঞান ভিত্তিক মননিবেশ করলে ভবিষ্যতে তারা আমাদের দেশের ও রাজ্যের গর্ভের ছাত্র-ছাত্রী হয়ে দাঁড়াবে।

অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন তার বক্তব্যে বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানান।

অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের রাজ্যভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মনের পৌরোহিত্যে আজ আগরতলা আই এম এ হাউসে অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের রাজ্যভিত্তিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের আহ্বায়ক রতন দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

এদিন সারা রাজ্য থেকে অনুমিত কর্মচারীরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের রাজ্যভিত্তিক কনভেনশনে যোগ দেন।

রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ এবং নিয়মিত না করা সাপেক্ষে সমবেদন প্রদানের দাবিতে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসেবে আইনজীবী পুরুষোত্তম প্রায় বর্মন বলেন, বর্তমান সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রকল্প বাতিল করে দিয়ে অনিয়মিত কর্মচারীদের ভাগ্য দুর্দশা থেকে ঠেলে দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০ বছর পর্যন্ত ও নিয়মিত কর্মচারীরা কাজ করলে তাদের নিয়মিত করার ঘোষণা ছিল।

এদিন কনভেনশনে অবিলম্বে ১০ বছর পর্যন্ত যেসব কর্মচারী কাজ করে চলেছেন তাদেরকে নিয়মিত করুন করার জন্য সংগঠনের তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না করলে বৃহত্তর আন্দোলন করার হুঁশিয়ারীও দেওয়া হয়েছে।

ক্লাসিক আয়োজিত ক্লাসিকেল মিউজিক এন্ড ডান্স এর বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। রবিবার ক্লাসিক আয়োজিত ক্লাসিকেল মিউজিক এন্ড ডান্স এর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা টাউন হলে।উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহারাজা সহ অন্যান্যরা।

রবিবার ক্লাসিক মিউজিক এন্ড ডান্স প্রোগ্রামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ বলেন ক্লাসিক মানেই অসাধারণ জিনিস। যার কোন তুলনা হয় না। ক্লাসিক মিউজিক এবং ডান্স হলো ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি ধরন, যা দীর্ঘকাল ধরে নির্দিষ্ট রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করেছে। এটি বিভিন্ন সংস্কৃতিতে গভীর শৈল্পিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

ক্লাসিক্যাল মিউজিক এমন এক ধরণের সংগীত যা সাধারণত জটিল এবং গভীর আবেগ প্রকাশ করে। এটি নির্দিষ্ট নিয়ম বা শাস্ত্র মেনে সৃষ্ট হয়। সুর ও তালের নির্দিষ্ট রীতি অনুসরণ করে। ক্লাসিক্যাল ডান্স এমন নৃত্যধারা যা নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় নীতির ওপর ভিত্তি করে করা হয়।নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি, শারীরিক ব্যালেন্স এবং অভিব্যক্তির ব্যবহার।কাহিনী বা আধ্যাত্মিক বিষয়কে নাচের মাধ্যমে উপস্থাপন।ক্লাসিক মিউজিক এবং ডান্স মূলত সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ঐতিহ্যকে বহন করে এবং আত্মিক, শৈল্পিক, ও সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে।

নব দিগন্ত ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত ২৫ তম শিশুমেলা শুরু হবে আগামী ৪ঠা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। ২৫ তম শিশু মেলার আয়োজন করেছে নব দিগন্ত ক্লাব। এ বছর মেলা রজতজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শিশু মেলার রজতজয়ন্তী বর্ষ পালন করছে এবছর জয়নগর এলাকার নব দিগন্ত ক্লাব। এই উপলক্ষে আজ ক্লাব গৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত বলেন, আগামী ৪ঠা জানুয়ারী থেকে ১৩ই জানুয়ারী জয়নগরস্থিত নবদিগন্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ডঃ বি.আর. আম্বেদকর স্কুল ময়দানে ১০ দিন ব্যাপী শিশু উৎসব, তথা রজত জয়ন্তী বর্ষ মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আয়োজন করা হয়েছে। ৪ঠা জানুয়ারি বিকাল ৪ ঘটিকায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ২৫ তম শিশু উৎসবের শুভারম্ভ হবে। ১০ দিন ব্যাপি শিশু উৎসবে শিশু ও কিশোর কিশোরীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতার মধ্যে আছে রবীন্দ্র ও নজরুল সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বাদ্যযন্ত্র, তবলা লহরা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সমবেত নৃত্য, খেলা ধুলা, মার্শাল আর্ট, যোগাসন ইত্যাদি। নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য ফর্ম দেওয়া হবে আগামি ২০শে ডিসেম্বর বিকাল ৪ ঘটিকা থেকে রাত ৮ ঘটিকা পর্যন্ত। ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর।৩থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু ও বালক-বালিকারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করতে পারবে। বয়স গননা করা হবে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ইং অন্তিম সীমা ধরে। বয়সের প্রমান পত্রের কপি অবশ্যই জমা দিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ফি ২০ টাকা। আবেদন পত্র সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার স্থান নবদিগন্ত সামাজিক সংস্থার কার্য্যালয়, বটতলা বাজার সংলগ্ন। মোট ১৮টি ইভেন্টে ২০০ পুরস্কার রয়েছে এ বছরের শিশু মেলায়। পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককেই স্মারক এবং শংসাপত্র তুলে দেয়া হবে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে মহাকুম্ভ ২০২৫ উপলক্ষ্যে আলোচনা চক্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর ।। আজ, কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের একলব্য পরিসরে, ইন্ডিয়া থিঙ্ক কাউন্সিল এবং উত্তর প্রদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে সারা দেশে চলমান মতাদর্শগত কুম্ভের ২০২৫ সালের মহাকুম্ভের আধ্যাত্মিক, আদর্শিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলির উপর ২০ দিনের বৈঠকের আয়োজন করেছে।

ইন্ডিয়া থিঙ্ক কাউন্সিল হল ভারতের নেতৃস্থানীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং উত্তর প্রদেশ সরকারের নলেজ পার্টনার। কুম্ভের পৌরাণিক ইতিহাস এবং আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে সনাতন ঐতিহ্যের মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনার আকারে পণ্ডিতদের মতামত সংকলন করা, এবং আজকের দিনে জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজার লক্ষ্যে, এই আদর্শিক অনুষ্ঠানটি সারা দেশে কুম্ভ কনক্লেভের আকারে আয়োজিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে এই মহাকুম্ভ অনুষ্ঠান আয়োজিত।

আজকের অনুষ্ঠানে আচার্য মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ও শিবানন্দ আশ্রম আহমেদাবাদের সভাপতি ড.পূজ্য স্বামী পরমাত্মানন্দ সরস্বতী মহোদয় মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিকানের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, আচার্য মনোজ দীক্ষিত, এলাহাবাদ হাইকোর্ট অশোক মেহতা ইন্সপেক্টর জেনারেল সিআরপিএফ ত্রিপুরা একলব্য পরিসরের নির্দেশক, ইন্ডিয়া থিঙ্ক কাউন্সিলের পরিচালক সৌরভ পান্ডে সহ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশার ভাষার পণ্ডিতরাও এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় --- এর জম্মু ক্যাম্পাসের নির্দেশকও ভার্চুয়াল মাধ্যমে অনুষ্ঠানে তার মতামত ব্যক্ত করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক ছিলেন ড. প্রকাশ রঞ্জন মিশ্র।

মেগা আইনি শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ ডিসেম্বর ।। চন্ডিপুরে ব্লকের সিঙ্গিরবিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জেলা লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির উদ্যোগ রবিবার মেগা আইনি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সহযোগিতা ছিল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শক্তি সংরক্ষণের উপর জাতীয় চিত্রকলা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেল ভবন’স ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের ছাত্র রিতেশ গুহ রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ পুরস্কার ২০২৪ -এ চার রাজ্যের গ্রুপে প্রথম স্থান পেলো ত্রিপুরা। এর পাশাপাশি, শক্তি সংরক্ষণের উপর জাতীয় চিত্রকলা প্রতিযোগিতার গ্রুপ-বি বিভাগে প্রথম পুরস্কারের গৌরব অর্জন করেছে রাজ্য। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রকের অধীনে ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। নিপকো (এন. ই. ই. পি. সি. ও)র এক প্রেস বিবৃতিতে এখবর জানানো হয়েছে।

আগরতলার ভবন’স ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণির ছাত্র রিতেশ গুহ রায় সর্বভারতীয় এই চিত্রকলা প্রতিযোগিতার গ্রুপ বি (ক্লাস ৮-১০) বিভাগে প্রথম পুরস্কার পুরস্কার লাভ করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিজয়ীরা হলেন গুয়াহাটি (অসম)-র গুরুকুল গ্রামার সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের মিস নিষ্ঠা প্রিয়ম শর্মা (নবম শ্রেণী) এবং হিমাচল প্রদেশের সিমলার সেন্ট এডওয়ার্ডস স্কুলের রুদ্রাংশ জিন্দাল (দশম শ্রেণী)।

উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর শনিবার, ১৪ই ডিসেম্বর, ২০২৪-এর শনিবার জাতীয় শক্তি সংরক্ষণ দিবস উপলক্ষে শক্তি সংরক্ষণ ২০২৪-এর জাতীয় চিত্রকলা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের সম্মানিত করেন। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ ও নব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ ইয়েসো নায়েক, বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সচিব এবং মন্ত্রকের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিপকো-র সিএমডি গুরদীপ সিং, মেজর জেনারেল আর কে ঝা, এ. ভি. এস. এম (অবসরপ্রাপ্ত), ডিরেক্টর (পি) এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, ভারত সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ব্যুরো অফ এনার্জি এফিসিয়েন্সি শক্তি সংরক্ষণের উপর এই জাতীয় চিত্রকলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম এই চারটি রাজ্যে রাজ্য স্তরীয় এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে নিপকো। সারা দেশে প্রায় ৭০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীএই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। নিপকো-র ডিরেক্টর (পি) মেজর জেনারেল আর. কে ঝা এবং সিএমডি শ্রী গুরদীপ সিং বিজয়ীদের এবং চারটি রাজ্যের প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রবিবার উমাকান্ত একাডেমীর ১৬২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আগরতলায় এক র‍্যালি আয়োজিত হয়।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।